বিজ্ঞাপন

সৌভাগ্যক্রমে অধুনা বঙ্গভাষার অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে অনেকেরই গ্রন্থ রচনায় অনুরাগ জন্মিয়াছে। এজন্য দিন দিন নানা বিষয়ের গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে নাটকের সংখ্যাই অধিক। মহাবিস্তীর্ণ সংস্কৃত শাস্ত্রে যত নাটক আছে, তৎসমুদয়ই প্রায় বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মনঃকল্পিত নাটকও নিরন্তর প্রকাশ হইতেছে। এক্ষণে নাটক পাঠে পাঠকবর্গের যেরূপ আগ্রহাতিশয় দেখা যাইতেছে, এবং অনেক কৃতবিদ্য ভদ্র সন্তানেরা অনেকের প্রণীত নাটকের অভিনয় করিয়া নাটকরচয়িতাদিগকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে উত্তরোত্তর বঙ্গভাষায় অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট নাটক প্রচারিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আমাদিগের দেশে অদ্যাপি বহুপ্রকার কুসংস্কারজনিত অনেক কুপ্রথা প্রচলিত আছে। সেই সকল কুপ্রথার জন্য বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে, এবং দেশের মঙ্গল সাধনের পথ কণ্টকময় হইয়া রহিয়াছে। যত শীঘ্র সেই সকল কুপ্রথা অন্তর্হিত হয়, ততই আহ্লাদ এবং দেশের মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু যত দিন দেশস্থ লোকের সেই সকল কুপ্রথা অনিষ্টপাতের কারণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তত দিন সেই সকল কুপ্রথা অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত তাহা অনিষ্টকর বলিয়া দেশস্থ লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কাব্য, নাটক এবং সংগীতই ইহার যেমন সদুপায় এমন আর কিছুই নয়। সভ্য দেশ মাত্রেই এই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। এ জন্য আমাদিগের দেশস্থ বাঙ্গালা নাটক রচয়িতাদিগের উচিত যে তাঁহারা এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন।

অস্মদ্দেশে দলাদলি প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে মহৎ অনিষ্টপাত হইতেছে, তাহা যত দূর ব্যক্ত করা আমার সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই এই দলভঞ্জন নাটকে উল্লেখ করিয়াছি। [illegible] কুৎসিত ব্যবহার সর্ব্ব সাধারণের সমীপে প্রকাশ করা অনেকের মত নহে। কিন্তু যখন তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাহা ব্যক্ত করায় বোধ হয় কোন হানি হইতে পারে না।

বিজ্ঞ লোক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, যে অদূরদর্শী, অনভিজ্ঞ লোকেরাই প্রায় দলাদলি কাণ্ড উপস্থিত করিয়া থাকে, এবং দলাদলি ব্যাপারে তাহাদিগের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। বিশেষতঃ গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য লোকেরাই এ বিষয়ের প্রধান গোঁড়া। এ জন্য আমি এইরূপ দলাদলিপ্রিয় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকদিগকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াই দলাদলি ব্যাপার উল্লেখ করিয়াছি।

নাটক লেখা অতি কঠিন ব্যাপার। কোন অংশ উল্লেখে কোন বৈলক্ষণ্য না জন্মে, প্রত্যেক অংশই স্বভাবসিদ্ধ হয়, ইহাই নাটক রচনার প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে নাটক রচনা করা মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং আমার এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করা বিলক্ষণ উপহাসের বিষয়। তবে নিতান্ত আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত কোন ক্রমেই বিরত থাকিতে পারিলাম না। ইহাতে নিশ্চয় বিস্তর দোষ আছে, গুণগ্রাহী পাঠকবর্গ তাহা ঔদার্য্যগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

আমার ইহাতে যশঃ অথবা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। কেবল লোকের মনে দলাদলির অপকৃষ্টতা হৃদয়ঙ্গম [illegible] অভিপ্রায়েই কেবল আমি এই দলভঞ্জন [illegible] করিয়াছি। যদি এই অভিপ্রায় অল্প পরিমাণে [illegible] সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম [illegible] জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুত বাবু সাতকড়ি দত্ত এই গ্রন্থ রচনায় আমারে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র শর্ম্মা।

নিবাসচি।
১লা মাঘ, ১২৬৮।

দলভঞ্জন নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

[মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দোচালায় উপবিষ্ট।]

মধু। (স্বগত) হায় হায় হলো কি! আমার দেশে আগুন লেগেছে! তখন তখন পালমশায়ের পীরের মত পয়সায় এক এক আটি গাঁজা মিল্‌তো। চাট্টে পয়সার আফিম কিন্‌লে কাঁচা পাকা হরেক রকম করে খাওয়া যেতো, চরসও এত মাগ্‌গি ছিল না। ঐ যে কথায় বলে "নড়্যে চড়্যে কুম্ভীর—হাত" তা বেটারা চাল, কাট, পাট, নীল ছেড়্যে কেবল উঠে পড়্যে আবগারীর সঙ্গে লেগেছে। শুন্তে পাচ্চি, আবার নাকি গুড়ুকের উপর মাশুল হয়েছে। নীলকরেরা যেমন চাষার উপর লেগেছে, এ বেটারাও তেমনি আমাদের উপর উঠে পড়্যে লেগেছে! সে যা হোক, আজ হাতে একটী পয়সা নেই, ঘরে একটু মালও নেই, বেলাটা অধিক হয়েছে, ঘন ঘন হাই উঠ্‌চে, গা টা মাটি মাটি কচ্চ্যে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) যাই দেখি এক বার কান্তে বেটাদের কাছে, যদি এ বেলাটায় কোন রকম জোগাড় করে আসতে পারি। আর দেখি দেকি যদি

কোন রকমে সে দিনকার রাঁড়ের বের দরুন একটা দলা দলি পাকিয়ে ঢুকেত্ত পারি। আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে অনেকটা দূর যেতে হবে, এক খানা চাদর না হলেও যাওয়া টা ভাল দেখায় না (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দুঃখিত মনে) হায়! পূর্ব্বে আমার কোচান ধুতি চাদর যোড়ায় যোড়ায় আল্‌নায় সাজান থাক্‌তো, আর্ এক খানি দোছোটের জন্যে আমাকে লালায়িত হতে হচ্চে। তা, এতেই বা দুঃখ কি? আমি তো আর গরিব দুঃখীর ছেঁড়া কাপড় দেখে দান করে অপ-ব্যয় করিনি, মাগের খাতিরে বেচে খেয়েছি বই তো না। এখন খুঁড়োর ঐ কাল মশারিটি ঘরের মধ্যে দেখ্‌ছি, ঐটেই দোছোট করে যাই। (কিঞ্চিৎ যাইয়া সক্রোধে প্রকাশে) উঃ কি রক্ত! আমার মাথা ফেটে গেল।

ভবশঙ্কর ন্যায়রত্নের প্রবেশ।]

ভবশঙ্কর। (স্বগত) এই যে মোদো নিস্বংশের বেটা, একটা কাল মশারি মুড়ি দিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে। যাবে বুঝি কোন ইয়ারের বাড়ী। হায়! "পাত্রে যশসি তেজে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্" মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কি পুণ্যপ্রকাশ! সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়বংশে এই এক মাত্র পুত্ররত্ন, ইহারও এরূপ দশা হইল! আমরা ভাবিয়াছিলাম মধু অশেষগুণসম্পন্ন হইয়া কুলপ্রদীপ-স্বরূপ হইবে, তাহা না হইয়া কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। হায়! মরালও যদি ক্ষীর নীরের গুণ দোষ গ্রহণে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিল, তবে জগতে আর

অন্য কোন্ ব্যক্তি স্বীয় কুলব্রত পালনে উদ্যত হইবে! আহা! মধুর আর সে আকার নাই, সে লাবণ্য নাই, সে শিষ্টাচারও নাই, কেবল মধু নামমাত্র রহিয়াছে।

অমরকুসুমগন্ধ মধুতে যাহার,
পরিপূর্ণ ছিল সদা, এখন তাহার;
নাম মাত্র রহিয়াছে [illegible],
বিধাতার বিড়ম্বনা [illegible] ॥

মুখোপাধ্যায়বংশের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ ইঁহাকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। হা বিধাতঃ! এখন কি মেঘোদয় দ্বারা সরোজ-বনের বিঘ্ন সম্পাদন করা তোমার উচিত কর্ম্ম? মধুর এরূপ দশা দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের আশ্রিত অন্যান্য লোক উপায়ান্তর অবলম্বন করিল, এক্ষণে অনন্যাশ্রয় ইঁহার বৃদ্ধা পিতামহী প্রভৃতিরা কাহার শরণাপন্ন হইবে! হায়! সরোবরের দৈনন্দিন ক্ষীণতা দেখিয়া বিহঙ্গমগণ স্থানান্তরে উড্ডীন হইল, মধুকরেরা অন্যকুসুম আশ্রয় করিল, এক্ষণে অনন্যগতি দীন মীনগণের দশা কি হইবে! (প্রকাশে) কেও মামা, মধু না কি?

মধু। আরে মধু! মধু এখন গড়ায়! (নিকটে গিয়া লজ্জিত ভাবে) কেও মামা না কি? আর মামা! কিছু মনে করো না, দূরে থেকে চিন্তে পারিনি।

ভবশঙ্কর। (স্বগত) কাছে এসে যে চিনেছ, এই আমার চন্দ্রপুরুষের ভাগ্য। হা জগদীশ্বর! (প্রকাশে) বাবাজী! এই ভয়ানক রৌদ্রে কোথায় যাচ্ছ, বাড়ীতে তো কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই?

মধু। না মামা, তা নয়, একটা বড় মজা বেদেচে ; তুমি কি জান না, এই মাসে ভারি গাঁকে একটা রাড়ের-বে হয়ে গেছে। তাই এক বার কায়েদের পাড়া যাচ্চি।

ভবশঙ্কর, এ তো বাপু অতিউত্তম কর্ম্মই হই য়াছে। এরূপ অল্পবয়স্কা বিধবা অবলার বিবাহ হইলেই তো দেশের মঙ্গল। আর ইহা নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম। দেখ দেখি একটি পুরুষ স্ত্রীহীন হইলে অল্প কালের মধ্যেই তদীয় বন্ধু বান্ধব তাহার বিবাহ-ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন, তবে কেবলা স্ত্রীজাতি কি অপরাধ করিল ? তা ইহাতে আর মজাই বা কি, গোলযোগই বা কি, আর তন্নিমিত্ত কায়স্থদের বাড়ী যাওয়াই বা কেন ?

মধু। না না তা নয়, আমি শাস্ত্র কাস্ত্র ভাল মন্দ, কিছুই বুঝি নে। বলি কি এ কি কখন হয়ে থাকে, না কখন ব্যাভার আছে।

ভবশঙ্কর। ওহে বাপু ; ব্যবহার কি আর গাছে ফলে থাকে? যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন তাহা করিতে করিতেই ব্যবহারসিদ্ধ হইয়া আইসে।

মধু। তুমি তো বল্লে। ম্যাও ধরে কে, আগে মাথা দ্যায় কে ?

ভবশঙ্কর। কেন, অশেষগুণসম্পন্ন দেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই শুভ ব্যাপারে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল আছেন, তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে জনভিজ্ঞ সামান্য লোকের বড় আব-শ্যক নাই। আর ইহা আমাদের দেশেই নূতন বোধ

হইতেছে, কিন্তু বহুকালাবধি অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে।

মধু। (স্বগত) বামনজী আবার এমন লম্বা লম্বা লাকাটা কথা শিখলেন কোথায়? ভগবান্ ম্যাষ্টেরের বৈটকখানায় বসো বসো বে মেড়্যো চেয়ে বুঝি তর্ক-ভূষণী হয়ে পড়েছেন। (প্রকাশে) বলি বাপু তা জানি টোন, বলি কি, বলি ঐ যে ভগবান্ ম্যাষ্টেরেরদের পাড়ার (কিঞ্চিত থামিয়া) আঃ! নাম ভুলোগু মনে হয় না,—কালেজে পড়ে ছোঁড়া বেটারা যে দিনকার রাঁড়ের গুড় গোজে হরিবোল দিয়ে বৌবাজারের গঙ্গাকে গাড়াগোলা ভেঙে এনেছে। বাপু! এতো কম দুঃখের বিষয়, আমাদের এক বার জিজ্ঞাসাও কল্লে না। আমরা কি কলুর বামন, না সোনার বামন! বেটারা দু পাত ইংরিজী পড়ে একেবারে কুলের মুকুটী বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান হয়ে উঠেছে, যা মনে হয় তাই করে। মনে করে বুঝি দেশে আর লোক নেই, ভদ্র সন্তান নেই, জাত নেই, ভয় নেই, দলাদলি নেই! ভগবান্ ম্যাষ্টেরও একটি বন্ মন্। তিনি যেন জাহাজের বিলিতি গোরা; বাঙ্গলা একেবারে ভুলে গেছেন, কথা কবার সময় ষোলোর আনা, তিন পাই, ইংরিজী বাত ছাড়েন। আবার বিকেল বেলায় খোকা ছোঁড়া বেটাদের হরেক রকম লেকচার দেন। ভগবান্ ম্যাষ্টের এখন শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিসেছেন।

ভবশঙ্কর। ভগবান্ বাবুদের পাড়ার অনেকের সহিত আমার আলাপ আছে। তাহাদের মধ্যে অনে-

কেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অত্যন্ত সুশীল ও বিনীত। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে মনে অনুপম সুখের সমুদ্ভব হয়। তাঁহারা যখন ছুটীর সময় বাটী আসিয়া নানাবিধ পুস্তক হস্তে লইয়া আপনাদের পাড়ায় বেড়ান, তখন উত্তর পাড়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করে। তখন তাঁহাদিগকে দেখিলে উত্তর পাড়ায় উঠিয়া গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষতঃ ও পাড়ার ভগবান্ বাবু অতিশয় সুধীর ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার বিবিধ শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয় যেন, সুরাচার্য্য স্বয়ং আসিয়া উত্তর পাড়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা যে, বিধবাবিবাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাতে উৎসাহবারি সেচন করিবেন তাহার সন্দেহ কি? বাপু হে! এরূপ মহাত্মাদিগকে নিন্দা করা দূরে থাকুক তাঁহাদিগের নিন্দা শুনিলেও দুরদৃষ্টভাগী হইতে হয়।

মধু। (স্বগত) দিন কতকের মধ্যে এ বেটাও যে রাড়ের বের বিলক্ষণ গোঁড়া হয়ে পড়েছে দেখ্‌চি। মনে করেছিলুম, যামা বেটাদের জড়িয়ে নিয়ে, দল টা ভাল করে পাকিয়ে তুলে, উত্তর পাড়ার বেটাদের মোড় দিয়ে কিছু সংগ্রহ করে, দিন পোনেরোর মালের জোগাড় করবো। তা দেখ্‌চি সে গুড়ে বালি। যে সর্ষেয় ভুত ঝাড়বো সেই সর্ষের ভেতোর ভুত! তা এখন যাই দেখি কাস্তেদের বাড়ী। আগে গিয়ে তো এক বার তা

করে মাল টানি, তার পর সেখানে তাদের সঙ্গেই এর একটা পাকাপাকি করবো; তারা তো আমাদের দলের লোক। (প্রকাশে সক্রোধে) আমি যদি হর মুখুয্যের বেটা গোধো হই, তবে তোমাকে শেষে শিরোমণির মতো পচা গোবোর খাইয়ে জাতে তুল্‌বো।

ভবশঙ্কর। বাপু হে! আমরা আর অর্থলোভে বিধবাবিবাহের দলে মিলিত হই নাই যে, অপদার্থ অর্থলোভী লোকের ন্যায় জাতিপাতশঙ্কায় অভক্ষ্য গোময় ভক্ষণ করিব। তুমি আর আমাকে জুজুর ভয় দেখিও না, আমি আর তোমার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে চাহি না। হা জগদীশ্বর! এমন বানরোও পৃথিবীতে থাকে।

(ভবশঙ্কর ন্যায়রত্নের প্রস্থান।

[কান্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নীলকণ্ঠ রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং ভূতনাথ লাহিড়ী, কান্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দোচালায় আসীন।]

কান্তি। (সভ্রুভঙ্গে) বাবা নীলকণ্ঠ! দেখ্ দেকি আমাদের আট্‌চালার কেমন বাহার বেরিয়েছে। ঝাড় নেই, লণ্ঠন্ নেই, মেজ্ নেই, চেয়ার নেই, টেবিল্ নেই, পাখা নেই, ঘড়ী নেই, তসবির নেই, তবু যেন ঘর গস্‌গস্ কচ্চে। কলিকাতার বাবুরো কোটার বৈঠকখানা হরেক রকম বাহারো জিনিস্ দিয়ে সাজায়, কিন্তু বাবা এমন বাহারটী হবার যো কি?

নীলকণ্ঠ। বাবা! সুদু সাজাল্যে গোজাল্যে হবে

কি? বাহার কি গাচের ফল;—ইয়ার লোক চাই। কলিকাতার বাবুরো কেউ কেউ কাঁটালের গুঁড়ীর মতো ভাতে ভুঁড়ী মোটা করে, পান চিবুতে চিবুতে, গোঁপে তা দিতে দিতে, বিরুয়ের মদনগোপালের মতো কেবল দৈ পানেই তাকিয়ে আছেন; কোন কোন বাবু তবলা ঘ্যান ঘ্যান করে পদী মোপানীর গাদার মতো চেচিয়ে মচ্চেন, কেহ কেহ বা তাম্পুরো সেতার পিড়িং পিড়িং কচ্চেন। (সাঙ্গভঙ্গে) বাবা অম্বিকে! সে দিন বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী দেখিছিস্ তো।

অম্বিক। বাবা কান্তি! দুঃখের কথা বল্‌বো কি, বেটাদের মনের আয়েস নাই। বাপ্ পিতেমোর গাদা গাদা টাকা পেয়ে গাধার মতো এক রকমে দিন কাটিয়ে দিচ্চে। সে যা হোক্ বাবা, আন্দে শালা কি বেড়েই উঠেছে, শালা যেন, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে।

ভুতনাথ। (সক্রোধে) কি তোরা বাজে কথা নিয়ে গোল কচ্চিস্, আপনাদের চরকায় তেল দে না। এবারকার বারোইয়ারীর দশা হবে কি?

কান্তি। কেন, বারোইয়ারীর আবার গোল কি, বাঁশ, কাট সকলি তো তয়ের আছে?

ভুতনাথ। আমি তা বল্‌চিনে, বলি কি, বলি, ঐ যে আমাদের পাড়ার ভোলা জেটা, আজ্ সকাল বেলা, ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে, "উত্তর পাড়ার বেটারা সব খিষ্টান, বেটাদের হুঁকো দেওয়া হবে না, নেমন্তন্নও করা হবে না" এইরকম কত কথা আন্দীপিসীকে বল্‌তে ছিল।

তাই বলি, যদি উত্তর পাড়ার লোকের সঙ্গে চটাচটি হলো, তবে আর চাঁদা দেবে কে?

কান্তি। (হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক) উত্তর পাড়ার বেটারা তো বারোইয়ারী পুজোতে দু হাতে দু মুটো করে দিয়ে থাকে। আমরা তো প্রায় বছর বছর লোকের ঘটো বাটো সাত করেই পুজো সেরে থাকি। বেটাদের কেবল আদ্ দানের পিরান্! বেটাদের কাছে চাঁদা সাদ্‌তে গেলে বেটারা বলে কি, আমরা রাৎ জেগে যাত্রা শুন্তে চাইনে, কিন্তু এ দিকে ভোলা বেনের মাগের ওলাউটোর গু ঘেঁটো সমস্ত রাত্রি জেগে আস্তে পারে, স্কুলে চাঁদা দিতে পারে, কানা খোঁড়াকে দান কত্তে পারে।

মধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, দূর হইতে গাঁজা গুলির ধূমোদ্গম দেখিয়া, সানন্দে গৃহের নিকটে গিয়া স্বগত) আঃ! বাঁচ্‌লুম, ধড়ে প্রাণ টা এলো। (গৃহের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া) আহা বেটারা ছাঁকা মজা নিচ্চে! (প্রকাশে) বাবা, ঘরের ভেতর কে আছ, পায়ে করে এক বার দোরটা খুলে দেও না?

কান্তি। (শব্দ শুনিয়া) বাবা নীলকণ্ঠ! দেখ্ দেখি বাইরে কে ডাকে।

নীলকণ্ঠ। (সক্রোধে) আঃ! বাইরে আবার কে ডাকবে? ও বুঝি পদী ধোপানীর গাদা টা চ্যাঁচাচ্চে।

মধু। বড় গাদা নয়—ম ধু সূ দ ন।

অম্বিক। (সানন্দে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক মধুর হস্ত ধারণ করিয়া) বাবা মধু! ভাল আছিস্ তো? এত দিন কোথায় ছিলি? আমি বল্লি বুঝি আমাদের পাশ্ কাটিইছিস্?

মধু। আর বাবা মধু, মধুর আর কি সে দিন আছে, যখন মধু সরস ছিল, তখন কত বেটা মধুর কাছে মাছির মতো ভ্যান ভ্যান কর্‌তো. এখন বাবা আর কারুকেও দেখ্‌তে পাইনে।

অম্বিক। না বাবা মধু! তুমি আমাদের অমন মনে করো না. আমরা তোমার পাকা বোনেদি ইয়ার, আজ্ বিকেলে তোমার কাছে যাবো যাবো কচ্ছিলুম্।

ভূতনাথ। তবে বাবা মধু! এখন দেশের গতিক কি?

মধু। বাবা আগে তোরা আমায় ঠাণ্ডা হতে দে, তার পর দেশের মজা বল্‌বো। মাল না খেলে আর আমার কথা সরে না। নেকা মামা বেটার সঙ্গে আজ্ বকাবকি করে আমার গলা টা শুকিয়ে উঠেছে। (নূতনবিধ গুলীর আসবাব দেখিয়া, গুলী সেবন করিতে করিতে) এবার যে বড় তোড় যোড় আল্‌বর বাটী টাটী সব নতুন রকম দেখ্‌ছি, মালটাও যে, ভালরকম লাগ্‌ছে, বাবা কান্তি! এ সব জোগাড় কল্লি কোথাথেকে?

কান্তি। কেন, সে দিন মাঠের বাগানের মোটা মোটা আঁব্‌গাছটা বেচে চোদ্দো সিকে সংগ্রহ হয়েছিলো, তাতেই সব ভালরকম করিছি। বাবা! এখনো আট্‌আনা ছোকোদোকানীর কাছে জমা—

মধু। সে যা হোক্ উত্তর পাড়ার বেটাদের কি সাহস!

নীলকণ্ঠ। কেন, তারা কি কারুর সঙ্গে দাঙ্গা হেঙ্গাম করেছে?

মধু। দূর্ শালা তা কেন, তোরা কি জানিস্‌নে, তারা যে, সে দিন রাঁড়ের বের ফলার মেরে এসেছে?

ভূতনাথ। হুঁ হু আমিও তো তোদের কাছে তাই বলতে ছিলুম। আজ্ সকালে আমাদের পাড়ার বুড়োরা, মোদ্ধা যা বল্লো, এই কথা নিয়ে বড় গোল কচ্ছিল। (সক্রোধভঙ্গে) বাবারে! একি লোকের ঘটো বাটো চুরি করা, না লোকের বৌ ঝী বার্ করা যে, লোকে হেসে উড়িয়ে দেবে। একেবারে জাতান্তর! আমাদের এতে আস্কারা দেয়া হবে না?

নীলকণ্ঠ। কিঃ, আস্কারা! বেটাদের আজিই দেখবো—বেটারা মনে করেছে, আমরা মরে রইছি!

কান্তি। না বাবা! এ তাড়াতাড়ীর কর্ম্ম নয়! পাকা-পাকি দলাদলি করে, বেটাদের আচ্ছারকম মধুমোড়া দিতে হবে। আগে আমাদের পাড়ার বুড়োদের সঙ্গে পরামোশ কত্তে হবে, তার পর বেটাদের বাড়ী একটা কর্ম্ম উপস্থিত হলে, বেটাদের নাকানি চোপানি খাওয়াবো, টাকা লব, ভাত পচাব। বাবা মধু! তুই কি বলিস্?

মধু। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা বলেছ! তুই না হলে পাকা কথা বলে কে, আচ্ছা বলেছিস্, এমনি করেই বেটাদের আঁতে ঘা দিতে হবে।

(সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

[বকুলতলার পুষ্করিণী—বিমলা, মালতী, রাধামণি, তারামণি এবং ছোট বধূর প্রবেশ।]

বিমলা। হ্যাঁলো ছোট বৌ, আজ্ নাইতে আস্‌তে তোর এতো বেলা হোল্লো কেন্ লো? লোকের নাওয়া খাওয়া হয়ে গেল, তোদের কি আর নাবার বেলা হয় না, দেখ দেখি, বেলা যে দুকুর হয়ে গিয়েচে!

মালতী। উনি তাই বেলায় উঠেচেন, তাই বেলায় নাইতে এসেচেন—ওঁরতো এখন কাঁকে কোলে হয়নি যে, সকাল সকাল ওট্‌বার তাড়াতাড়ি পড়বে। সো মোত্তো বয়েস্; সারারাত ঘুম হয়নি; সকালে শে তোল বাতাস পেয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, তাই বেলা হয়েছে।

ছোটবধূ। (মৃদুস্বরে) সো পেলে কেউ বল্‌তে ছাড়ে না। ভাল ঠাকুরঝি, তোমরা যে, এতো সকাল সকাল খেয়ে বাসন নে ঘাটে এসেছ? সকাল সকাল খেয়ে পেটের জ্বালা নিবিয়ে, এখন কি চক্ষের জ্বালা জুড়ুতে চল্লে? কাল বুঝি ঠাকুরজামাই এসেছে, তাই চোক্ ঠোঁট রাঙা করে তুলেছ?

মধুকরে মনে করি হয়ে হরষিত।
হাসিছ হে কমলিনি হয়ে বিকসিত॥
প্রণয়তরঙ্গে দোলে আপনার দেহ।
দেখিতেছ নিজ সম যদি থাকে কেহ॥

ভাল বোন্ তাতেই বা ক্ষেতি কি, আমি তো আর বাপের বাড়ী আসিনি যে, বেলায় উঠ্‌লে—

বিমলা। না ভাই সত্যি করে বল্‌না, আজ্ তোর এতো বেলা হলো কেন?

ছোটবধূ। ও পাড়ার বট্‌ঠাকুর বাপ্পি বাড়ীতে বসে কি দলাদলীর কথা তুলেছিলেন; তাই নিয়ে ভাই অনেকে ঘোঁট কচ্ছিল। বুড়ো বুড়ো মিন্সেদের সুমুক দিয়ে কেমন করে আস্‌বো বল, তাই ঘড়া কাঁকে করো এতো বেলা অবুদি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম। মিছেমিছি বোন্ এত বেলা হয়ে উঠ্‌লো। মাগো এমন পোড়া দেশতো দেখিনি!

বিমলা। কেন কেন? কি শুন্‌লি বৌ, কিসের আবার দলাদলি?

ছোটবধূ। ঐ যে রাখাল ঠাকুরপোর মার শ্রাদ্ধ, তা ভাই বোল্‌বো কি, আমাদের দক্ষিণ পাড়ার কেউ খেতে চায় না, বলে কি "তোর মার শ্রাদ্ধে মুচি মোছলমান খাওয়াস, বামুন কাজ্ কি" কেন গা ঠাকুরঝি, ওঁরা এ কাযে এমনতরো কচ্চোন?

বিমলা। পোড়া দেশের কপাল পুড়েচে; লোকে একটা সৎকর্ম্ম কচ্চে, তাতেও পোড়ারমুখোরা আদা জল খেয়ে লেগেচে; কর্ম্মটা সুচুরুমকুলে কত্তে দেবে না। আহা! সে পুন্যিমন্ত মাগী, একটী ছেলে রেখে গিয়েচে, তার কম্মো কি এমনতরো কত্তো আছে!

মালতী। এ গোলটা বুঝি কেবল দক্ষিণ পাড়ার এঁরাই কচ্চোন। বোন্ এমন পোড়া লোকও দেখিনি,

কোন্ কালে কে ঝগড়া কোঁদল করেছিল, তা পর্য্যন্তও মনে করো রেখেচে। এখন যো পেয়ে, তার শোধ নেবে বল্যে এত খানি কচ্চো।

বিমলা। হোক্ মেনে, এক ঠাঁই ঘর কল্যে হলে ঝগড়া কোঁদোল হয়্যে থাকে, তা বলে কি ভাই সে কথা মনে করে রাক্তে হয়, না অসময়ে তার শোদ্ নিতে হয়? ভদ্দর নোকের এমন কায্ করা কি ভাল?

মালতী। ভদ্দর নোকটা কে, পোড়া কপাল! তা থাক্‌লে আর এতো হয়? গাঁজা গুলি মদ কি আর নোকের ভদ্দরতা রেখেচে?

বিমলা। সত্যি বলেছিস্ বোন্, অসপ্পেয়েদের জ্বালায় নোকের মান মর্য্যদা জাত কুল থাকা দায় হয়েচে; সে দিন্‌কের কথা শুনেছিস্ তো?

মালতী। কি—কি, সে দিন বোন্ কি হয়েচে?

বিমলা। বল্ লো বল্, রাধীপিসী তুই বল্, যার কথা সেই বল্‌তে পারে ভাল।

রাধামণি। (অঞ্চলে মুখাবৃত করিয়া) পোড়া কপাল, আবার তাই মুখে আন্‌বো? মা কালী যদি কখন দিন দেন, তবে মনের কালি যাবে। পোড়ারমুখোদের মা মাসী জ্ঞান নেই আঁা—কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! বোল্‌বো কি ভাই, ভাগ্যিস্ ঘটক খুড়ো এসে পড়েছিল, তাই হাত ছাড়িয়ে, অমনি দৌড়ে ঘরে গিয়ে, দোর দিয়ে বাঁচ্‌লুম। আর ঘাটে বসে তোদের ও সব কথায় কায্ নেই; বৌ মা, তুমি শিগির করো নেয়ে যাও মা। তোরা বাছা সব বাড়ী যা না? আঁটকুড়োর

আবার শুন্তে পাবে;—অলপ্পেয়েরা নেসা করো একেবারে বোয়ে গিয়েছে;—পোড়ারমুখোদের কাঁচোকের মত মরণ হয়, তবেইসিন্ মোনের —

তারামণি। (আহারান্তে খড়িকা খাইতে খাইতে) তোরা কি বল্চিস্, একটু চেঁচিয়ে বল্না?

মালতী। (উচ্চৈঃস্বরে) না এই দলাদলির কথা।

তারামণি। (শূন্যে কর্ণ দিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ কি বল্লি, দলাদলি, কে কল্যে?

মালতী। জাননা, লোকের কি আর অভাব আছে, সে দিন বিকেলে কাদের গাল দিচ্ছিলে?

তারামণি। অ্যাঁ কি বল্লি, শুনতে পাইনে?

মালতী। মরণ এ আবার এক যন্ত্রনা, (উচ্চৈঃস্বরে) বলি সে দিন গাল্ দিচ্ছিলে কাদের?

তারামণি। সে আঁটকুড়োরা আবার কার সর্ব্বনাশ করেছে, লোক্কে ঘটো বাটো নিয়ে আর ঘর কত্তে দেবে না? পোড়ারমুখরা অনন্তবত্তের দিন, আমারি চোকের ওপর থেকে কান্পুরে বড় ঘটো নিয়ে গেল, শুনলুম তা বেচে নাকি গাঁজা গুলি মদ খেয়েছে। ওমা! কাল রেতে আমার উটন থেকে পাকা শশাগুলো নিয়ে গেছে, রান্নাঘরে শিকের উপর আরবোচ্ছুরে এক হাঁড়ী কুলচুর ছিলো, আগোড় কেটে তাও নিয়ে গেছে। মা গো মা! এ অলপ্পেয়েদের মা মাসী কবে আঁটকুড়ী হবে?

রাধামণি। তারীদিদি! সে কালে কি এমনতরো মদ গাঁজার দৌরুত্তি ছিলো?

তারামণি। ছিলো, কিন্তু এতো নয়। যারা গাঁজা গুলি খেতো, তারা ঘরের ভেতোর দোর জানালা দিয়ে লুকিয়ে বস্যে খেতো, তাকি কেউ টের পেতো বোন্ না ধস্ত্যে ছুঁতে পাত্তো? তাদের মা এতো হাত্‌টানও ছিলো না; রান্নাঘরে বাটি পাতর রেখে নিচ্চিন্দি থাক্‌তুম। এখন হাঁড়ীতে বেন্নন টুকু রাখ্‌বার যো নেই। বোলবো কি বোন্! সে দিন রাত্তিরে আদ্দিনাথ খুড়োর বাড়ীতে ডেক্‌রারা এসেছিলো, ত কিছু পায়নি বল্যে, হাঁড়ীর পান্তা ভাতগুনো খেয়ে গিয়েছে।

বিমলা। তাদের কি এমন দশা হয়েছে, যে তারা ঘরে খেতে পায় না? আহা! তবে কেন তারা সে——গু খেয়ে মরে?

তারামণি। মা নক্ষীর কৃপা থাক্‌ল্যে কি ও সকল কুকম্মে মন যায়। যত নক্ষীছাড়ারাই গাঁজা, গুলি মদ খেয়ে মরে। নক্ষীছাড়া হাড়্‌পেকেদের যেমন ছিরী ছাঁদ তেমনি গুণ, দেখ্‌লে ভয়ে গা কেঁপে ওঠে। কথায় যদি একটু স্বদ গন্ধ থাকে।

অস্থি চর্ম্ম অবশেষ, ভাঙিয়াছে মধ্যদেশ,
চক্ষু দুটী পড়েছে কোটরে।
হইয়াছে স্বরভঙ্গ, সোজা নাই কোন অঙ্গ,
চেয়ে দেখ যত গুলিখোরে॥
আফিমের ধোঁয়া লেগে, কমলা গেছেন ভেগে,
দিবা রাত্র নাহি অন্য কায্।
কেবল পোঁচাটী হয়ে, জাস্থু জোড় জোড় লয়ে,
বসে থাকে নাহি কিছু লাজ্॥

রজনীতে নিদ্রা নাই, সদাই উঠিছে হাই,
তবু ছাই গুলি নাহি ছাড়ে।
কথায় নাহিক মিষ্টি, নয়নে কুটিল দৃষ্টি,
সুকথায় মন্দ এনে পাড়ে॥
আফিমের ধোঁয়া পিয়ে, বিবাদ কলহ নিয়ে,
দেখ বসে যত গুলিখোর।
মুখে মালশাট করে, রাজার রাজস্ব হরে,
ক্ষীণের উপরে মাত্র জোর॥

মুখে আগুন, মুখে আগুন,—পোড়া যোম কি একেবারে ভুলে রয়েছে?

(সকলের প্রস্থান)

উত্তর পাড়ার রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপন
বৈটকখানায় উপবিষ্ট।

রাখাল। (স্বগত) করি কি, দেখতে দেখতে তো আজ্ আট দিন গত হলো, রাত্রি প্রভাত হলেই শ্রাদ্ধের আর দিন কোথায়, আর তো ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারিনে, পা ফুলে গোদ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পাড়ার ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে যে কিছুতেই রাজি কত্তে পাল্লেম না। যদি দক্ষিণ পাড়ার ব্রাহ্মণেরা না আসেন, তবে আর অন্য গ্রামের ব্রাহ্মণদিগের আস্‌বার সম্ভাবনা কি? তাঁরা মনে করবেন যে, যখন এদের গ্রামের মধ্যে এরূপ অসদ্ভাব, তখন নিশ্চয় এ বিষয়ে কোন নিগূঢ় কারণ আছে;—কেবল বিধবাবিবাহের পক্ষ বলেই এরূপ গোলযোগ হচ্চে না। হায়! হিন্দু-

জাতির পিতৃ মাতৃ বিহীন হওয়া কি ক্লেশের বিষয়! আমি কি রূপে উপস্থিত দায় হতে উদ্ধার হবো। জগদীশ্বর কবে আমাকে নিশ্চিন্ত করবেন। আর যে জানতে পারি নে, ভেবে ভেবে যে আমার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হয়েছে। এই কয়েক দিনের ক্লেশে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়েছে। নিরন্তর সর্ব্ব শরীর ঘূর্ণায়মান হচ্চে, সর্ব্বাঙ্গে আর কিছুমাত্র বল নেই। হে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! আমি তো কখন কাহারও কিছুমাত্র অপকার করিনি, সাধ্যমত সকলেরই উপকার করেছি, তবে কেন আমাকে এরূপ দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ কত্তে হচ্চে! বাটীর পরিবারগণও যার পর নেই দুঃখিত হয়েছে। তাহাদের বিষণ্ন বদন দেখ্‌লে আমার এই উপস্থিত দুঃখ আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠে। সংসারাশ্রমে থাক্‌তে আর কিছুমাত্র ইচ্ছা হয় না। হায়! এক দলাদলিতেই আমাদিগের দেশটাকে একেবারে ছারখার কল্লে! বাহির হতে অতি ক্লেশে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে এনে যে, সুখে পরিবার প্রতিপালন করবো, তাহারও সুবিধা নেই। হায়! এমন দেশেও জন্মগ্রহণ করেছিলুম!

[গোপাল বাবুর প্রবেশ।]

রাখাল। আস্‌তে আজ্ঞা হউক মহাশয়, ভোঁদা চৌকিখানা নিয়ে আয়, এক ছিলিম্ তামাক দে। মহাশয়! আমি আপনার নিকট তিন বার লোক পাঠিয়েছিলুম, মহাশয় বাটী ছিলেন না বলে আপনার সহি-

তাদের সাক্ষাৎ হয় নি। সহায় বলুন, সম্পত্তি বলুন, বল বলুন, বুদ্ধি বলুন, জ্ঞাতি বলুন, গোত্র বলুন, সকলই আমার আপ্নারা। দায় বিদায়ে আপ্নারা উদ্ধার না কল্লে আর কে উদ্ধার কর্‌বে? আমি আপনাদিগকেই অবলম্বন করে এই শত্রুময় দেশে অবস্থিতি কত্তে পাচ্চি। আমার তো এই বিপদ্ উপস্থিত, তা বোধ হয় আপ্‌নি ইহার সমুদায় বিবরণ শুনেছেন।

গোপাল। (ধূম পান করিতে করিতে) আজ্ঞে হুঁ, গত রাত্রিতে আমি ভগবান্ বাবুর বৈটকখানায় সকল কথা বিশেষ রূপে শুনিছি, এবং তাতে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত আছি, তা আর কি বল্‌বো! আমি আজ্ প্রাতঃকালেই আপনার নিকট আস্‌তুম, কিন্তু ফিমেল স্কুলের এক টা সুশৃঙ্খলা কর্‌বার নিমিত্ত অভয়-বাবুর নিকট যেতে হয়েছিল, সুতরাং তখন আস্‌তে পারি নি। বাটী এসে, আপ্‌নি বারম্বার লোক পাঠিয়েছিলেন শুনে আহারান্তেই আসচি। আপ্‌নি যে, ভেবে ভেবে শরীরটেকে একেবারে শীর্ণ করে ফেলেছেন!

রাখাল। গোপালবাবু! আমি আপ্‌নাকে যথার্থ বল্‌চি আমি আমার জীবিতকালের মধ্যে আর কখনই এরূপ বিপদে পড়ি নি। দক্ষিণ পাড়ার মহাশয়েরা আমাকে বিলক্ষণ দায়ে ফেলেছেন।

গোপাল। আপ্‌নি না দক্ষিণ পাড়ায় গিচ্‌লেন? তাঁরা কি বল্‌লেন?

রাখাল। মহাশয়, সে কথা আর কি বল্‌বো, সে কথা বল্‌তে হলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমি গলায় কাপড় দিয়ে তাঁদের বিস্তর স্তব স্তুতি করেছি, মিনতি করেছি, অধিক কি, হাতে পায়ে পর্য্যন্তও ধরেছি, তবু তাঁদের মত কর্ত্তে পারি নি। ছোঁড়াদের কথা দূরে থাকুক্, বুড়োরা পর্য্যন্তও হেসে উড়িয়ে দ্যায়, ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে, দুর্ব্বাক্য বলে। বলে কি "তোমার মায়ের শ্রাদ্ধে সাহেব লোক খাইয়ে দিও, মুসলমানদের খানা দিও, মুচি মেতরদের নিমন্ত্রণ করো, তা হলেই তোমার মার খুব্ পুণ্য প্রকাশ হবে; আমাদের আর দরকার কি, তিনি তো কম্ লোকের মা ছিলেন না, যে তাঁর শ্রাদ্ধে বামুন পণ্ডিত লোক খাবে।"

গোপাল। রাখালবাবু! আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। লোক বৃদ্ধ হলেই যে, বিজ্ঞ হয় এমন নয়। শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন "ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যো বা যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥" বিজ্ঞতা অন্যবিধ পদার্থ, তাহা সকলের অদৃষ্টে সম্ভবে না। ছোঁড়াদের তো কথাই নেই। তারা গাঁজা গুলি মদ খেয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে, বিশ্বকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিস্‌কর্ম্মা হয়ে উঠেছে,—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়। তাদের আর কিছুমাত্র পদার্থ নেই। লোকের মর্য্যাদা কি রূপে রাখ্‌তে হয়, সভ্যতা কাহাকে বলে, তা তারা কিছুমাত্র জানে না, হিতাহিতজ্ঞানবিহীন, তাদের সহিত কথা কইতে ভয় হয়। তাদের দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, মাস্তে

আস্চে। যা হউক, দক্ষিণ পাড়ার হাড় পর্য্যন্ত টক, সীকড় পর্য্যন্ত তেতো। এই নরাধমদিগের অসাধ্য কিছুই নেই। আমি ভাবেছিলুম আমাদের দেশে ক্রমশঃ সভ্যতার বৃদ্ধি হচ্চে, চিরবর্দ্ধিত কুসংস্কার সকল দূর হচ্চে, লোকের মানসসরোবর জ্ঞানপদ্মে সুশোভিত হচ্চে, কিন্তু সর্ব্বনাশের মূলীভূত এই এক দলাদলি উপস্থিত দেখে অবাক্ হয়েছি। আমি নিশ্চয় বল্‌চি যে, যাবৎ এই অনিষ্টকারী দলাদলি আমাদের দেশে প্রচলিত থাক্‌বে, তাবৎ কিছুতেই আমাদের দেশোপকারক বালিকাবিদ্যালয়, ব্রহ্ম-সমাজ প্রভৃতি শুভকর ব্যাপারের শ্রীবৃদ্ধি হবে না। দেখুন দেখি আমাদের পাড়ার বালিকাবিদ্যালয়টার কিরূপ দুরবস্থা ঘটেছে! পূর্ব্বে ৩০। ৪০টী বালিকা প্রত্যহ উপস্থিত হতো, এক্ষণে ১০। ১২টী করেও আসে কি না সন্দেহ। (দূর হইতে ভগবান্ বাবুকে আসিতে দেখিয়া সানন্দে) এই যে ভগবান্‌বাবু এই দিকেই আস্‌চেন, রাখালবাবু! আপনার আর কিছুমাত্র চিন্তা নেই। গুণরাশি মহাত্মারা যে বিষয়ে হস্তার্পণ করেন, সে বিষয়ে আর কোন প্রকার বিঘ্ন হবার সম্ভব থাকে না। ভগবান্ বাবু অতি সুবুদ্ধি, সদ্বিবেচক, পরোপকারী, এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। অন্যান্য গ্রামের অনেকানেক সুপণ্ডিত ভদ্রসন্তানের সহিত ইঁহার বিলক্ষণ আলাপ ও হৃদ্যতা আছে। এ প্রদেশের অধিকাংশ লোকই ইঁহার বিশেষ অনুগত। প্রায় সকলেই ইঁহার পরামর্শানুসারে চলে থাকে। এরূপ মহাত্মা ব্যক্তি আপ-

মায় সহায় থাক্‌তে, যদি আপনার কর্ম্মে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তা হলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই বৃথা। মঙ্গলময় পরমেশ্বর এরূপ মহাত্মাদিগকে দীর্ঘজীবী কল্লেই দেশের বিস্তর মঙ্গল।

[ভগবান্ বাবুর প্রবেশ।]

রাখাল। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসুন মহাশয়, আস্তে আজ্ঞা হউক। ভোলা! আর এক খান চৌকী নিয়ে আয়, হুকোটার জল ফিরিয়ে আর এক ছিলিম তামাক দে।

ভগবান্। (গোপাল বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আরে কে ও গোপালবাবু যে, আপনার কত ক্ষণ আসা হয়েছে। (পরস্পর হস্তপীড়ন)।

গোপাল। আজ্ঞে, আমি প্রায় দুই প্রহরের সময় এখানে এসে রাখাল বাবুর সহিত বিবিধবিষয়ক কথোপকথন কচ্চি। মহাশয় শারীরিক ভাল আছেন তো?

ভগবান্। হঁা শারীরিক ভাল আছি। আসবার সময় মহাশয়ের বাটী গিচ্‌ছিলুম। শুন্‌লুম আপনি ডাক্তর বাবুর নিকট হতে প্রত্যাগমন করে, আহা রাস্তে এখানেই এসেছেন। (রাখাল বাবুর প্রতি অবলোকন করিয়া) রাখাল বাবু! আপনার ধূলোর উপরে অমন করে বসাটা ভাল হয়নি। ওরে ভোলা তোর বাবুর জন্যে বাটীর ভিতর থেকে এক খান গাল্‌চের আসন নিয়ে আয় তো?

রাখাল। আর মহাশয়! আসল আন্দোর আবশ্যক নেই। (সভয়ে) মহাশয় দক্ষিণ পাড়ায় গিচ্লেন, সে বিষয়ের কি হল?

গোপাল। আপ্নিও, কি দক্ষিণপাড়ায় গিচ্লেন?

ভগবান্। গিচ্লুম কেমন! বেলা প্রায় দুটোর সময় বাটী এসে স্নান ভোজনাদি করেছি।

রাখাল। কেমন মহাশয়! কোন সুবিধা করে আস্তে পাল্লেন?

ভগবান্। সুবিধা করা দুরে থাকুক, সুবিধা হ-বারও কোন সম্ভাবনা দেখ্ছিনে। আপ্নারা কি মনে করেন, সরল লোকে দলাদলি করে, লোকের গ্লানি করে, লোকের অপমান করে, যে সহজে সুবিধা হবে? আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি, অপমানের ভয় করিনি, টাকার মমতা করিনি, সাধ্যসাধনার বাকি রাখিনি, অধিক কি, হাতে পায়ে পর্য্যন্তও ধরেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই কিছু কত্তে পারিনি। শৃগালের ন্যায় সকলেরই এক রব। অদ্যাপি আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এরূপ কুটিল আছে, আমি পূর্ব্বে কখনই অবগত ছিলুম না। অদ্য আমি অনেক বিষয়ের শিক্ষা পেয়েছি, অনেকের অন্তঃকরণ জেনেছি, বল্তে কি আজ্ আমি মানব প্রকৃতি বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করেছি। তাদের মুখভঙ্গি দেখে ও দলাদলির ঘোঁট শুনে আমি একেবারে হতজ্ঞান হয়েছি। তাদের অসম্বদ্ধ

বাক্য সকল স্মরণ হলে, এখনও পর্য্যন্ত আমার নয়ন-যুগল হতে বাষ্পবারি বিগলিত হয়।

গোপাল। মহাশয়, আপনার সহিত তারা কিরূপ ব্যবহার কল্লে, আনুপূর্ব্বিক বলুন, শুন্‌তে নিতান্ত ইচ্ছা হচ্চে।

ভগবান্। গোপাল বাবু! তাহাদের ব্যবহার যেমন দুঃখজনক তেমনি কৌতুকাবহ, তা আপনি বল্‌তে অনুরোধ কচ্চেন, বলি শুনুন। আমি গত রাত্রিতে রাখাল বাবুর সহিত উপস্থিত বিষয় নিয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন কল্লুম। পরে ভাবৃতে ভাবৃতে বাটী গিয়ে আহারান্তে শয়ন কল্লুম। মনে কেমন দুর্ভাবনা হয়েছিল, উত্তমরূপ নিদ্রা হলো না। রাত্রি প্রভাত হবামাত্র শয্যা হতে গাত্রোত্থান করে, প্রাতঃ-কালোচিত সমুদায় কার্য্য সেরে, দক্ষিণ পাড়ার দিকে গেলুম। যেতে যেতে দূর হতে দেখ্‌লুম, রামবল্লভ চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে, রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী, পার্ব্বতীচরণ রায়, মহেশচন্দ্র মজুমদার, রামরতন লাহুড়ী প্রভৃতি কতিপয় গুণপুরুষ মণ্ডলাকারে বসে উন্মত্তের ন্যায় যেন কি বিড় বিড় করে বক্‌তেছেন। বোধ হলো, আমাদেরই এই বিষয় নিয়ে ঘোঁট কত্তেছেন। পরে নিকটে গিয়ে দেখ্‌লুম, চণ্ডীমণ্ডপের এক দিকে তামাক ও আগুনের মালসা রয়েছে. এক দিকে নল গড়্‌বার নিমিত্ত কতকগুলি আম্রপত্র পড়্যো আছে; অন্য দিকে একটা গোবৎস রজ্জু দ্বারা বদ্ধ রয়েছে, অপর পার্শ্বে স্তূপাকার দুর্গন্ধ গোময় রয়েছে, ভগ্ন চালের

মধ্য দিয়ে সূর্য্যের কিরণ পড়চে। তাঁদের মধ্যে কেউ গামছা দিয়ে পিঠের সঙ্গে হাঁটু বেধে ঢুল্‌তেছেন; কেউ অন্যমনস্ক হয়্যে আঁবের পাতার বোঁটা দিয়্যে হাতি ঘোড়া আঁক্‌তেছেন; কেউ মাথায় হাত দিয়ে নৈয়ায়িকের ন্যায় চিন্তা কচ্চেন; কেউ বা হাস্‌তে হাস্‌তে তামাক খাচ্চেন। তাঁরা প্রথমে আমাকে দেখ্‌তে পান্‌নি, আমি তাঁদের নিকটে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শুন্‌তে পেলুন, এক মহাপুরুষ হাতের আঁবের পাতা দূরে ছুড়ে ফেল্যে দিয়ে, আঙুল নেড়্যে চেঁচিয়ে বল্লেন "আমি অমন ফলারে মুতে দেই" আর এক মহাত্মা তার উত্তর কল্লেন "ভাই হে! তোমাকে জানি, তোমার কথায় বিশ্বাস নেই, দিব্বিতেও প্রত্যয় নেই, তুমি আগে অমনতর বলে থাক, শেষে দুগণ্ডা পয়সাও তোমার হাত থেকে এড়ায় না। তুমি সে বারে না কল্লে কি? আগে অতো আঁটা আঁটি কর্‌ল্যে, শেষে আট্‌গণ্ডা পয়সার লোভে কেশোব রায়ের বাড়ী বিকেল বেলায় কড় কড়ো ভাত টা মেরে এলে। বলি সে কথাটা কি এখন ভুলে গেছো? ভাল দেখা যাক্ এবারে আবার কি কর্‌ল্যে বসো।" এই কথা শুনে প্রথম গুণপুরুষ রেগ্যে বল্লেন, "ভাই হে! সকলকেই জানা আছে, বড় আর জারি জুরিতে কাজ নেই, আমি তো আর তোমার মতো বিশ্বাসঘাতুকি কর্‌ল্যে লোকের সর্ব্বনাশ করিনি। মনে কর্‌ল্যে দেখ দেখি, দর্পনারাণ খুড়োর ছোট ছেলে পদ্মনারাণের সময়ে, দল ভাংবে বল্যে আগে কতকগুলি টাকা নিলে, পাল্‌কি মের্‌ল্যে এ গাঁ ও গাঁ কর্‌ল্যে বেড়ালে, (যা কখনু বাপের পুরুষে হয় নি) তুমি এখানে

যাও, তুমি ওখানে যাও, এইরকম করে্য কজন ভদ্র লোককে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিলে, এবং আমাকেও কদিন বিলক্ষণ ঘুরিয়ে নে বেড়ালে, শেষে টাকার দফায় তো আমাদের ফাঁকি দিলে, দর্পনারাণ খুড়োরও জাতের দফা রফা কল্লে। তা তোমার মতো গুণপুরুষ কি আর আমাদের গাঁয়ে কেউ আছে?" এমন সময়ে রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী মাটিতে চাপড় মেরে্য মাথা নেড়ে্য চেচিয়ে বল্লেন, "তোমরা যে, কেঁচো খুঁড়্তে খুঁড়্তে সাপ বার কল্লে। সকলেই ঝোপ্ বুঝে কোপ মেরে্য থাকে, তা নিয়ে আর গোল কল্লে কি হবে। এখন যা ভিজিয়েছ তাই কামাও, তার পর ও সব গোল করো।" অনন্তর বিলম্বে কার্য্য হানি বিবেচনা করে্য, আমি তাঁদের নিকট উপস্থিত হোলুম, এবং প্রথমে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলে্য পরে বৃদ্ধদের পার ধূলো নিয়ে যথোচিত সম্ভাষণ কল্লুম। তাঁরা খানিক একদৃষ্টে আমার মুখ পানে চেয়ে রইলেন। তৎপরে, কেউ কেউ একটু হাস্‌লেন কেউ কেউ বা অবাক্ হয়ে্য মুখ চাওয়া চায়ি কত্তে লাগেলেন। শেষে রামরতন লাহুড়ী আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "কি হে ভগবান্, দেখ্তে দেখ্তে যে একেবারে যুধিষ্ঠির হয়ে বসেছ দেখ্‌চি! হাত নাড়া ছেড়ে্য এখন পার ধূলো নিতে, ব্রাহ্মণেভ্যো বল্‌তে শিক্‌লে কোথায়? তবে, এখন কি মনে করে এসেছ? ভাল আছ তো?" এই সকল কথা শুনে্য, তখন আমার মনে যেরূপ দুঃখ হয়েছিল, গোপাল বাবু! আপনাকে তা আর কি বল্‌বো! তখন মনে কল্লুম আর এদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বো না

আবার ভাব্লুম, যে কাজে হাত দিয়েছি, তার জন্যে প্রাণপোণে চেষ্টা না করো থামা অত্যন্ত ছেলে মানুষের কর্ম্ম। ভাল দেখি কত দূর করো উঠ্‌তে পারি।

গোপাল। ভগবান্ বাবু! আপনি যথার্থ যুধিষ্ঠিরের মতন বলেই এরূপ কটু কাটব্য বাক্য সকল সইতে পেরেছেন। (স্বগত) আহা! এরূপ মহাত্মাকেও দুঃখিত হতে হয়! হায়! জগদীশ্বর কবে আমাদের দেশকে সভ্য কর্‌বেন। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! তার পর কি হলো?

ভগবান্। আমি মনের দুঃখ মনেই রেখ্যে বল্লুম্ মহাশয়! রাখাল বাবু আপ্‌নাদের অত্যন্ত অনুগত। তিনি আপ্‌নাদের কাছ্ থেকে বাটী গিয়ে অবধি, আহার নিদ্রা ত্যাগ করো, সর্ব্বদা কেবল পাগলের মতন হাহাকার কাঁদ্‌ছেন, এবং এমন কৃশ হয়্যে পড়েছেন, যে, এ পাড়ায় আসা পর্য্যন্তও তাঁর পক্ষে সুকঠিন হয়্যে উঠেছে। আমি তাঁর কাতরতা ও আকার দেখ্যে আপনাদের নিকট এসেছি। আপনাদের দয়া করো তাঁকে এ বিপদ্ হতে উদ্ধার কত্তে হবে। (মৌনাবলম্বন)

রাখাল। (মৃদু স্বরে) মহাশয়! আপ্‌নার এই সকল কথায় তাঁরা কি উত্তর কল্লেন?

ভগবান্। মহাশয়! সে সকল কথা আর মুখে আন্তে প্রবৃত্তি হয় না। পার্ব্বতীচরণ রায় আমার কথায় অত্যন্ত রেগ্যে বল্লেন "ওরে তুই বাড়ী যা, আপনার গোরের ঠিকানা কর্‌গে? বড় কল্লে পেটের পুত ——
মার মার আজ সে বড় কত্তে পাল্লে, তা উনি এসেছেন

আবার ভুতুলি কচ্চে। এ আর উত্তর পাড়ার ছোঁড়াদের পাল্লি যে, ভুজোং ভাজাং দিয়ে হাড়ী মুচীর বাড়ী খাইয়ে নিয়ে বেড়াবি।”

গোপাল। (সাক্ষেপে) ভগবান্ বাবু! আপ্নাকে তো কেউ কখন এরকম কথা বল্‌তে পারেনি। তারা আপ্নাকে স্বচ্ছন্দে এই সকল অশ্লীল কথা বল্লে তা এতে তাদেরই বা দোষ কি? যাদের বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, কেবল লোকের নিন্দা করাই কাজ, তারা যে, এরূপ বাক্য বোল্‌বে এতে আশ্চর্য্য কি? মহাশয় তার পর আপনি কি বল্লেন?

ভগবান্। আমি খানিক চুপ্ করে থাক্লুম, তার পরে মিনতি করে বল্লুম মহাশয়! আপ্নি এত রাগ কর্‌বেন না। আমরা আপ্নাদের অধীন; দায়ে বিদায়ে আপ্নারা উদ্ধার না কল্লে আমরা কার কাছে যাব? আপ্নারা না দাঁড়ালে আমরা কার ভর্সায় এ সকল কর্ম্মে হাত দিতে পারি? আমার কথা ফুরুতে না ফুরুতে রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী মুখ বেঁক্‌য়ে বল্লেন "বাপু হে! যখন ছেলে বুড়ো মিলে সেজে গুজে রাজের ফলায় মাত্তে গেছ্‌লে, তখন কি আমাদের একবার জিজ্ঞাসা করেছিলে, না আমাদের মতামত নিতে এসেছিলে যে, এখন আমাদের কাছে কাঁদুনি গাইতে এসেছ? তোমরা বড় বাড়াব বাড়্‌য়েছ। তোমাদের ভালো শেখান শেখাতে হবে। দেখ দেখি বাপু এখন কত ধানে কত চাল।” আমি তাঁর এই সকল কথা শুনে বল্লুম্, মহাশয়! আম্‌রা বিধবাবিবাহ দূষ্য বলে বোধ করিনি।

কচ্চিনে এবং কখন কোর্‌বেও না; সুতরাং এতে যেতে আপনাদের মতামত নিতে হবে বলো; আমাদের একটুও বোধ ছিল না। আমরা ভেবেছিলুম্, আপ্‌নারা আমাদিগকে এই সকল উত্তম কর্ম্মে যত্নশীল দেখ্যে সন্তুষ্ট হবেন। সে যা হউক, মহাশয়! এখন আপনাদের পায়ে ধরো বল্‌চি, আপ্‌নাদের অনুগ্রহ করো রাখাল বাবুর মার শ্রাদ্ধে যেতে হবে। আমার এই সকল কথা শুনে রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী পুনর্ব্বার বল্লেন "বাপুহে তোমরা যে কর্ম্মটি করো বসেচ, এটি কি সোজা কাজ্ যে, আমরা সহজে তোমাদের বাড়ী গিয়ে খেয়ে আস্‌বো। আমাদের এতখানি বয়েস হয়েছে, আমরা কখন এমনতরটি চোক্ষে দেখিনি। এর জন্যে তোমাদের মুটো মুটো টাকা ছড়াতে হবে। কথায় কি চিঁড়ে ভেজে?" আমি তাঁর অভিপ্রায় বুঝো এবং অর্থ এরূপ রোগের ওষুধ ভেবো বল্লুম, মহাশয়! রাখাল বাবু আপনাদের যথোচিত মর্য্যাদা রাখ্‌তে সাধ্যমতে ত্রুটি কোরবেন না। আপ্‌নারা কর্ম্মকর্ত্তা স্বরূপ হয়ো তাঁকে যা কত্তে আজ্ঞা করবেন তিনি তাই কত্তে প্রস্তুত আছেন। আমার এই কথায় সকলেই কিছু নম্র হলেন এবং পার্ব্বতীচরণ রায় বল্লেন, "বাপুহে এ বার আর ১০।৫ টাকার কর্ম্ম নয়, এ বারে আমাদের এক এক জনকে কুড়ি পঁচিশটি করো দিতে হবে।" আমি এই কথা শুনে বল্লুম মহাশয়! আপ্‌নারা রাখাল বাবুর অবস্থা জানেন, সুতরাং আমার বল্‌বার আবশ্যক নেই। তাঁর যেমন অবস্থা তদনু-

আরে তিনি অবশ্য আপনাদের সম্মান রাখবেন তার সন্দেহ নেই। তার পর রামবল্লভ চক্রবর্ত্তীকে আড়ালে ডেকে বল্লুম্ মহাশয়! আপনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ এবং সকলের মান্য সুতরাং আপনার উপরেই এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দিলুম্। আপনি সকলের মতামত নিয়ে এর একটা স্থির করুন, আপনার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা যাবে। তিনি আমার এই কথায় সকলকে বল্লেন "কেমন হে, তোমাদের এ বিষয়ে মত কি!" তাঁর এই কথা শুনে অন্যান্য সকলেই মাথা নেড়ে বল্লেন "না, আমরা হঠাৎ এ কর্ম্মে মত দিতে পারিনে। এতে আমাদের পাড়ার ছোক্‌রাদের মত আগে দরকার। তারাও আমাদের মতো নাওয়া খাওয়া ছেড়ে রাত দিন কেবল ইই নিয়ে গোল কচ্চেছে। যদি তাদের মত না নিয়ে এ কর্ম্মে হাত দিই, তা হল্যে শেষে সেবারকার মতন কোঁৎকানি খেতে হবে। অতএব আগে বুঝ্যে সুঝ্যে কাজ করা ভাল।" উঁদের কথার শেষ হতে না হতে দেখতে পেলুম্ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বড় ছেলে কাহ্নি, হরদয়াল লাহুড়ীর মেজো ছেলে ভূতনাথ, হর চন্দ্র মুখুয্যের বড় ছেলে মধু আর ক জন মহাত্মা মাথা নিচু করো আস্তে আস্তে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আস্তেছে। তাদের দেখ্যে বোধ হল্যো যেন, কোন হারান জিনিস্ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আস্‌তেছে। তাদের আস্‌তে দেখে রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী বল্লেন "এই যে বাবাজীরা এই দিকেই আস্‌চেন। ও হে ভগবান্ তুমি এই বেলা এই পাশের ঘরে গিয়ে বোসো, জানি কি তোমাদের

উপর ওদের যেরূপ রাগ, তাতে মারামারি হলেও হতে পারে। অতএব আগে সাবধান হওয়া টা ভাল। আমি তখনি চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গেলুম এবং তার এক টা জানালা দিয়ে তাদের ভাবভঙ্গি দেখ্‌তে লাগলুম। গোপালবাবু! আপ্‌নাকে যথার্থ বল্‌চি, তাদের দেখে আমার মনে রাগ হওয়া দূরে থাকুক্ বরং দুঃখ হলো। তখন যে কতরকম চিন্তা আমার মনে উদয় হয়েছিল তা আর এখন ভাল রকম মনে হয় না। আমি তখন ভাব্‌তে লাগলুম আমাদের দেশের সভ্যতা আশা ভরসা প্রভৃতি যাদের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর কচ্চে তাদেরই এইরূপ অবস্থা, এই প্রকার আকার এবং এই রকম ব্যবহার। কোথায় এরা বিদ্বান্ হয়ে দেশের শ্রী-বৃদ্ধি কোর্‌বে, তা না হয়ে উত্তম মনুষ্য নামের অপমান কচ্চেছে, কুকর্ম্মের পথ দেখাচ্চে, এবং ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছে। এদের দেখলে আর ভদ্রসন্তান বল্যে বোধ হয় না। এদের শরীর অত্যন্ত কদাকার, পেট্ মোটা, গলা মোরু হয়ে উঠেছে এবং পিঠ্ ঠিক্ ধনুকের মতন বেঁকে গিয়েছে, তবু গাঁজা গুলি মদ খেতে ছাড়্‌চে না। নেসা কি ভয়ানক জিনিস্! এ যার শরীরে ঢোকে তাকে একেবারে না মেরে আর ছাড়ে না। হায়! আমাদের দেশের লোক কি নির্ব্বোধ! এরা নেসার মন্দ ফল প্রত্যক্ষ দেখেও তাতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। হায়! কবে আমাদের দেশ হতে এই বিষের চলন উঠে যাবে!

রাখাল। (ব্যগ্র হইয়া) মহাশয় তার পর কি হলো?

ভগবান্। তার পর তারা চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এসে রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী তাদের বল্লেন "কেমন হে বাপাজীরা! রাখাল মুখুয্যের মার শ্রাদ্ধে যেতে তোমাদের মত কি? তারা তো আমাদের বেস্তার খোসামোদ কচ্চেছে, অনেক টাকা দিতে চাচ্চে, তা বাপু তোমাদের না জিজ্ঞাসা করে্য আমরা কি এ কাজে হাত দিতে পারি? এখন তোমরা এসেছ, ভালই হয়েছে, যা হয় এর একটা স্থির করে বল।" তাঁর এই কথা শুনে কান্তিচক্রবর্ত্তী মাথা তুলে চোক্ বুজিয়ে বোল্লে "কিবাবা এতে আর মতামত বলা বলি কি, বেটারা খোসামোদ কত্তে এসেছিলো, চাপ পল্লে অনেক বেটা বাপ্ বলে থাকে কেন, বেটারা এখন ব্রহ্মসভায় বস্যে চোক্ বুজয়ে দুলুন্ না? টাকা কি, মোহর দিলেও বেটাদে: বাড়ী এজন্মের মতন অরি নয়। জাত্ প্রায় ব্যাচ্‌বার জিনিস্, তাই টাকা নিয়ে বেটাদের বাড়ী খেয়ে আস্‌বো। ফের শালারা যদি এ পাড়ায় এস্যে ও কথা মুখে আনে তা হলে এবারো ইঁকি ইটের বাড়ী বেটাদের মাথা ভেঙ্গে দেবো। আর আমাদের পাড়ার যে বেটা ঘুস্ নিয়ে ঐ শ্রাদ্ধে যাবে, তার শুদ্ধ শ্রাদ্ধের চাল চড়াবো।" গোপাল বাবু! আমি তাদের এই সকল দুর্ব্বাক্য শুনে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লুম। ভাব্‌লুম আমি না জেনে শুনে কি কুস্থানেই এসেছি। যদি এই রাক্ষসেরা আমাকে দেখ্‌তে পায়, তা হলে একেবারে খেয়ে ফেল্‌বে। এখন কি করি, কি করেই বা এখান থেকে যাই। আর তো এদের এ সকল দুর্ব্বাক্য শুন্তে পারি নে। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেই ছোট ঘরটার পূর্ব দিকে একটা দোর দেখ্‌তে

গেলুম। আমি আস্তে আস্তে সেই দোর দিয়ে চলো এসেছি। বোধ করি আর কখনই দক্ষিণ পাড়ায় যাবো না।

রাখাল। (সকরুণ বচনে) মহাশয় তবে আমি কেমন করো এ দায় হতে উদ্ধার হবো?

ভগবান্। মহাশয়! আপনি এর নিমিত্তে কিছু মাত্র চিন্তিত হবেন না। যাতে চার্ পাঁচ্ শো ভদ্র-সন্তান আপনার বাটীতে এস্যে আহ্লাদ আমোদ করেন তা আমি কোর্ব। এমন কি মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও আপনার এই কর্ম্মে আন্‌বো। সৌভাগ্য-ক্রমে অনেক ভদ্রসন্তানের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ প্রণয় আছে, অনেকে আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন। আমি তাঁদের অনুরোধ কল্লে তাঁরা অবশ্যই আস্‌বেন। আপনারা আমাকে অনুমতি কল্লেই আমি তার চেষ্টা পাই।

গোপাল। আমার এতে অন্য মত নেই। দক্ষিণ পাড়ার গুণপুরুষদের আর তোষামোদ্ কর্‌বার প্রয়োজন নেই। ক দিন প্রাণপোণে চেষ্টা করা গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যদি তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম থাক্‌তো, তা হলে তারা কখনই অত্যন্ত জঘন্য দলাদলি কাণ্ড উপস্থিত করো আমাদের এত মনোদুঃখ দিতো না। আমরা কেবল বিধবাবিবাহ দিতে গিছ্‌লুম বল্যেই আমাদের জাত্ গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে কত লোক কত শত মন্দ কর্ম্ম কোচ্চে তাতে তাদের জাত্ যায় না। হায়! অসভ্য মূর্খ

লোকেদের কি আশ্চর্য্য বিবেচনা! যা হোক, তাদের মুখ চেয়ে থাকলে কার্য্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখ্‌ছি নে; সুতরাং অন্যান্য গ্রামের ভদ্রসন্তানদের আহ্বান না কল্লে শ্রাদ্ধে সমারোহ হওয়া সুকঠিন।

রাখাল। (ম্লান বদনে) দেশের ভদ্রসন্তানগুলিকে নিয়ে কোন কর্ম্ম কোল্লে মনে যেমন আহ্লাদ হয়, অন্য দেশের লোক নিয়ে তা কোল্লে তেমনিটি হয় না। আমি দেশের লোকের কি এত মন্দ করেছি যে, আমার মার শ্রাদ্ধে কেউ আস্‌বেন না। হায়! তাঁর অদৃষ্টে কি এত দুঃখ ছিল! ইতিপূর্ব্বে কেন আমার মরণ হলো না, তা হলে আমাকে এতো মনোদুঃখ পেতে, লোকের সাধ্যসাধনা কত্তে এবং এত নিন্দা অপবাদ সইতে হতো না! মার শ্রাদ্ধে আমি কিছুই কত্তে পাল্লুম না, এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না! আমি কি দুরাচার হতভাগ্য পুত্র! কেন মা আমাকে উদরে ধরে-ছিলেন! কেনই বা আমার জন্য তিনি এত যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

ভগবান্। সত্য বটে, দেশের লোক এলে আমা-দের এ কর্ম্ম বিলক্ষণ সুখের হতো, কিন্তু কি করা যাবে, আমরা তো আর চেষ্টার কিছু মাত্র ত্রুটী কল্লুম না "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ" আপনি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলকেই পাবেন। অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভদ্রসন্তান সকল আপনার এ কর্ম্মে পদার্পণ কোর্‌বেন তবে আর দক্ষিণ পাড়ার গুণপুরুষেরা আস্-বেন না বলে আপনার ক্ষোভ কর্‌বার আবশ্যক কি?

গোপাল। রাখাল বাবু! আপনি বিবেচনা করো দেখুন, এখন যে রকম দেশ কাল পাত্র হয়ে উঠেছে, তাতে ভগবান্ বাবু যা বলতেছেন, তার অন্য মত কল্লে শ্রাদ্ধের সুশৃঙ্খলা হওয়া সুকঠিন।

রাখাল। আপনারা আমার পরম আত্মীয় এবং পরম বন্ধু, আমার যাতে ভাল হয় তাই আপনাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা। আপনারা আমার জন্যে কি না কল্লেন। ক দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করো যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার কল্লেন। আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাতেই আপনারা কৃতকার্য্য হতে পাল্লেন না। আপনাদের ক্লেশের এখনপর্য্যন্তও শেষ হয় নি, অনেক বাকী আছে। আপনাদের বলেই আমার উপস্থিত বিপদে বল। আপনাদের মুখ চেয়েই আমি এখন পর্য্যন্ত মুখ তুলো কথা কচ্চি নতুবা বোধ হয়, আমার এত ক্ষণ মৃত্যু হতো। মনে বিস্তর দুঃখ হচ্চে এ জন্যে না কেঁদে থাকতে পাচ্চিনে। যা হোক্, এখন আপনারা যা স্থির করেছেন তাই করুন এবং যাতে শ্রাদ্ধের সুশৃঙ্খলা হয় তার চেষ্টা পান।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাহির বাটী।

[হরিহর দত্তের প্রবেশ।]

হরিহর। (স্বগত) বেলা প্রায় দুই প্রহর হয়্যে উঠলো, তবু এখন ক্ষীর এস্যে পৌছিল না। ব্রাহ্মণ মহাশয়-দের আস্‌বার আর অধিক বিলম্বও নেই। সকল প্রকার জিনিস্ প্রস্তুত, কেবল ক্ষীরের জন্যে আমার অত্যন্ত ভাব্‌না হচ্চে। মোহন ঘোষ তো মন্দ লোক নয়। আমি যে কর্ম্মে অধ্যক্ষ হয়্যে যা যখন আন্তে বলেচি, সে ঠিক্ সেই সময়েই তা এনে দেছে। বোধ হয়, অধিক ক্ষীর তোয়ের কত্তে হবে বল্যে দেরি হচ্চে। যা হোক্ একটা লোক পাঠান ভাল। (লোক প্রেরণ)

[গোবরার প্রবেশ।]

গোবরা। মেযো মোশাই! মোরে তামুক টামুক ভাঁড়ার থে বার্ করে দিতি হবে।

হরিহর। (সক্রোধে) তুই যে ভারি জ্বালাম জ্বালালি দেখ্‌চি। সকাল থেকে তোকে তিন বার তামাক দিলুম তবু তামাক তামাক করে্য বিরক্ত কচ্চিস্

গোবরা। মোশাই মুই কর্‌বো কি। ছরাদের কাছে যেমন লোক হয়েলো, তেমনি তামুক লেগেছে।

মুই. বেস্ বেলা থে তামুক্ দে করে আত্তি পাচ্চিনি।

হরিহর। আয়, আমার সঙ্গে আয়, তামাক্ টামাক্ একেবারে নিয়ে যা।

গোবরা। এজ্ঞে চল, মুই যাত্তি লেগেছি। (পশ্চাদ্গমন।)

হরিহর। (ভাঁড়ারের দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক) এই তিন তাল তামাক্ আর এক পোণ কোল্কে নে. এই পঞ্চাশটে হুঁকো জল ফিরিয়ে তোয়ের করে রাখগে. আর এক ধামা গুল্ আগুনে দিগে।

[মোহন ঘোষ এবং ভারবাহক আর কয়েক জন গোপের প্রবেশ।]

মোহন। দত্ত মশাই গো! ক্ষীরের হাঁড়ীগুলো দেখে শুনে খাতায় তুলে নেন্।

হরিহর। (ক্ষীর দেখিয়া সানন্দে) কি হে মোহন দাস. তোমার কি এরকমটা করা ভাল। সূর্য্যের দিকে এক বার চেয়ে দেখ দেখি, কত খানি বেলা হয়ো উঠেচে।

মোহন। মশাই, কোর্‌বো কি, কাল রাত্তিরে জ্বরে আমাকে এমনি পেড়ে ফেলেছিলো যে, আর উট্‌বার তাগুদ্ ছিল না। সেবারকার জ্বরে ডাক্তার মশাই আমাকে কি তেতো সাদা গুঁড়ো খাইয়েছিলো, আমি সে ধাক্কা আজও সাম্‌লে উট্‌তে পাচ্চিনে। পালার জ্বর যেন, রয়্যে রয়্যে নাপ্‌য়ে কাম্‌ড়ে ধরে।

আমি যে করে্য তোমাদের খাতিরে মাল তোয়ের করে এনেছি, তা আমিই জানি।

হরিহর। বাপুহে! দই, ছানা, ননি, সব সকাল সকাল এসে পৌঁচেছে, কেবল ক্ষীরের জন্যে আমি তোমার মুখ চেয়ে ছিলুম। যা হোক্ এখন ক্ষীরের হাঁড়ীগুলো ভাঁড়ারের মধ্যে রেখে যাও।

(গোপগণের প্রস্থান।)

[সত্বর গমনে ভগবান্ বাবুর প্রবেশ।]

ভগবান্। (হরিহরের প্রতি) হরিহর কাকা, শীঘ্র দুই তামাক্, গোটাকতক হুঁকো, কতকগুলো কোল্কে দিয়ে জন তিনেক লোককে মহেশ বাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দেন্। সেখানে ব্রাহ্মণেরা এসে বস্যেছেন মহাশয়! রাখাল বাবু গেলেন কোথায়?

হরিহর। তিনি শ্রাদ্ধের ব্যাপার সেরে এখন বুঝি ওবাড়ী লুচির খোলার কাছে আছেন।

[রাখাল বাবুর প্রবেশ।]

রাখাল। আসুন মহাশয়, ব্রাহ্মণঠাকুরদের আসবার বিলম্ব কি?

ভগবান্। (সানন্দে) হাঁ, তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছেন। আপনার বাটীতে স্থান সঙ্কীর্ণ বলে আমি তাঁদের মহেশ বাবুর দালানে বোসিয়েছি।

রাখাল। মহাশয়! এখন সেখানে আমাদের কেউ আছেন?

ভগবান্। আমি এত ক্ষণ গলবস্ত্র হয়ে তাঁদের সম্ভাষণ কচ্চে ছিলুম, এখন গোপাল বাবু আর মহেশ বাবু তাঁদের আহ্বান কচ্চেন। আপনি তার জন্যে বড় ব্যস্ত হবেন না।

রাখাল। "মহাপ্রদীপসমীপে নাল্পাঃ স্ফুরন্তি" মহাশয়! যেখানে আপনারা কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, সেখানে আমাকে ভাবতে হবে কেন?

[চারি জন ভাটের প্রবেশ।]

প্রথম। (উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্ বাবুর প্রতি) ভগবান্ বাবু! এক বার এ অধীনদের প্রতি কটাক্ষপাত করুন। মহাশয় যথার্থ ভগবানের অবতার, রূপ গুণ দয়া ধর্ম্ম দাক্ষিণ্যাদির একাধার। আপনার নাম কোল্লে বৈকুণ্ঠে যাত্রা হয়। মহাশয় গো! আপনাকে ধ্যান করে এ পরগণায় এসে থাকি। আপনি শ্রীরামচন্দ্রের মতন, মানুষ হয়ে পৃথিবীতে লীলে কত্তে এসেছেন। (রাখাল বাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া) এই যে রাখাল বাবু! স্বয়ং ধর্ম্মাবতার, বংশধর, কুলপ্রদীপ। আহা! বাবু আমার, রূপে রতিপতি, গুণে বৃহস্পতি, ধর্ম্মে যেন সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির। মহাশয় গো! আমরা অনেক বড় বড় মানুষের বাড়ী গিয়েছি, এবং অনেক বড় বড় মানুষের বাপ্ মার্ শ্রাদ্ধ দেখিছি, কিন্তু এত ভদ্রসন্তান, এমন সভা, এরূপ সুশৃঙ্খলা, এ প্রকার দ্রব্যসাম-

শ্রীর আয়োজন এবং এমনতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোথাও কখন দেখি নি। মহাশয়ের যেমন মন তেমনি কর্ম্ম।

ভগবান্। (স্বগত) হায় মনুষ্যের স্বভাব কি চমৎকার! সকলেই আপনার আপনার কাজে তৎপর। বিষয়ীরা আপনাদের বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত, খলেরা লোকের সর্ব্বনাশে রত, ধার্ম্মিকেরা লোকের উপকারে অনুরক্ত এবং ভিক্ষুকেরা কৌশলে আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ কত্তে ব্যগ্র।

দ্বিতীয়। (মুক্ত কণ্ঠে) রাখাল বাবু! আর কখন মা হবে না! আজ্ মনের সাধে ব্যয় করে৷ দীন দুঃখীকে সন্তুষ্ট করুন। মহাশয় গো! মুখুয্যেদের জগজ্জোড়া নাম। আপনি ঋষির সন্তান ঋষি জন্মেছেন আপনাদের দোহাই দিয়ে কত লোক বামন হয়ে গিয়েছে। এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ গঙ্গার এ পারে কোন বেটার বা আছে? আজ্ আমরা অনেক দূর থেকে বড় আশা করে৷ এসেছি। আজ্ আমাদের সুপ্রভাত মহাশয় অনুগ্রহ করে৷ আমাদের আশা পূর্ণ করুন।

তৃতীয়। (তার স্বরে) রাখাল বাবু! আপনি এ অঞ্চলের শ্রী। আজ্ মা ভগবতীর আদ্য কৃত্য। আমরা মনের সাধে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করে৷ কোঁচড় পুরে টাকা নিয়ে বাড়ী যাবো।

চতুর্থ। (উন্নত স্বরে) রাখাল বাবু! আপনারই এ রাজসংসার। কত দিকে কত বেটা আপনাদের খেয়ে মানুষ হোচ্চে। আপনি মুখুয্যেবংশে সোনার গুঁড়ো হিরের টুক্‌রো জন্মেছেন। আপনাকে দেখ্‌লে বং

পাঁচ হাত হয়। আপ্‌নার ন্যায় জলের মতন খরচ কত্তে কোন বেটা [illegible]ারে? আপ্‌নার জননী সার্থক আপ্‌নাকে গর্ভে ধরেছিলেন। আপ্‌নি প্রভুরামের মতন ধন রাখ্‌লে, এত দিনে কত শত গোলা বোজাই করে ফেল্‌তে পাত্তেন। আপ্‌নার একটা কর্ম্মের টাকায় কত বেটার ব্যবসা বানিজ্য হয়ে যায়। ইচ্ছা হয়, কৃপণদের টাকা লুটে এনে আপ্‌নার পুণ্যের সংসার পরিপূর্ণ করি, কলিকাতার ট্যাকশাল তুলে এনে আপ্‌নার বাড়ীতে বসাই। (ভগবান বাবুর প্রতি) আহা! ভগবান্ বাবু আমার, দশরথ রাজার মন্ত্রী বশিষ্ঠ। মহাশয় গো! আপ্‌নি এ দেশের ডিক্রী ডিস্‌মিসের কর্ত্তা, এক বার মনের চাবিটে খুলে দেন।

ভগবান্। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমরা ব্যস্ত হইও না। তোমারা এ রকম কর্ম্মে যা পেয়ে থাক তা অবশ্য পাবে। (হরিহরের প্রতি) হরিহর কাকা! ইহা-দিগকে উত্তম করে আহার করিয়ে বিদায় কোর্‌বেন। (জনান্তিকে) যদি দু টাকা পাঁচ টাকা অধিক চান, তাও দেবেন। (ভাটগণের হরিহর দত্তের পশ্চাদ্গমন।)

(নেপথ্যে কোলাহল।)

ভগবান্। (বহির্দেশ অবলোকন করিয়া রাখাল বাবুর প্রতি) মহাশয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাঙালিদের সংখ্যা বেড়ে উট্‌লো। আপ্‌নি ওদের কিরূপ ব্যবস্থা করেছেন?

রাখাল। বক্রেশ্বর, রামদুর্লভ, নিধিরাম প্রভৃতি কয়েক জনকে আমি কাঙালিবিদায়ের ভার দিয়ে, বড়

খুড়ো মহাশয়ের বাড়ী পাঠিয়েছি। শুনলুম তারা প্রায় চার্ পাঁচ্ হাজার কাঙালিবিদেয়ের হাঁড়ী সাজিয়ে রেখেছে। তার জন্যে আমাদের ভাব্‌তে হবে না। (বৈটকখানার ক্লক্‌ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) মহাশয় বেলা প্রায় একটা হয়ে উট্‌লো। আপ্‌নি ব্রাহ্মণগুলিকে খাইয়ে দিন।

ভগবান্। আমি ব্রাহ্মণমহাশয়দের ডেকে আন্‌চি। আপ্‌নি চার্ পাঁচ্‌শো পাতা তোয়ের করে৷ রাখুন। (ভগবান্‌বাবুর ব্রাহ্মণ আনিতে গমন)

রাখাল। (স্বগত) করি কি, পরিবেশন কর্‌বার মতন কাকেও যে দেখ্‌তে পাই নে। আমাদের হরি, ক্ষেত্র, গিরিশ, চন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, এরা সব গেল কোথায়? (বাটীর বহির্দেশ অবলোকন করিয়া সানন্দে) এই যে, এরা সব আস্‌চে।

[হরি প্রভৃতির প্রবেশ।]

রাখাল। (ঈষৎ হাসিয়া) কি হে তোমরা স... এর্ মধ্যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় গিছ্‌লে? আ... তোমাদের জন্যে এক বার বৈটকখানা, এক বার হ... খুড়ো মহাশয়ের বাড়ী, এক বার দালানে, এই রকম করে৷ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চি।

হরি। মহাশয়! আমরা এই এত ক্ষণ বৈটক-খানায় বসে৷ ছিলুম্ দক্ষিণ পাড়ার দিকে একটা গো... উঠ্‌লো শুনে দৌড়ে দেখ্‌তে গিছ্‌লুম।

রাখাল। কি দেখ্‌লে, ব্যাপার টা কি?

হরি। এক জন ঘটিচোর গুলিখোরকে ধয়ো প্যায়-দার টানাটানি কোচ্চে।

রাখাল। দূর্ হোক্, আমাদের আর ও পাড়ার লোকের কথায় কাজ্ নেই, যাও, তোমরা গায়ের পিরাণগুলো খুলে রেখে, পরিবেশন কর গে। ফল ফুলুরিগুলো কায়স্থ মহাশয়েরা আগে দিয়েছেন।

[ব্রাহ্মণগণের সহিত ভগবান্ বাবুর পুনঃ প্রবেশ।]

রাখাল। (গলবস্ত্র হইয়া) আসুন্ মহাশয়েরা, আসতে আজ্ঞা হউক।

ভগবান্। (পরিবেশকদিগের প্রতি ; তোমরা চেঙারি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? নেও, তোমরা লুচি দিতে আরম্ভ কর। (ব্রাহ্মণগণের প্রতি) মহাশয়েরা বসুন্। আর বিলম্বের আবশ্যক নেই।

ব্রাহ্মণগণ। আজ্ঞে হাঁ বোস্তেছি। (ব্রাহ্মণগণের ভোজনে উপবেশন)

কালী। চন্দ্র! ও দিকে লুচি দেওয়া হয়েছি কি?

চন্দ্র। হাঁ, হয়েছে, তুমি তরকারি দেও।

কালী। তরকারি দেবো কি? পশ্চিমের সেরে যে এখনো লুচি পড়ে নি।

চন্দ্র। (সরোষে) না, পড়ে নি, জান না ও দিকে কেমন বামুনগুলি বসেছে? ঐ দেখ, ঠাকুরদের সকল-কারি কোঁচড় ভারি।

রাখাল। ওহে চন্দ্র! (ইঙ্গিতে) দেও, দেও, দেও। (নেপথ্যে কোলাহল) ও লুচি মহাশয়! লুচি

[illegible], তরকারি দেও, মণ্ডা দেও, আমি দুধ খাবো, দই দিও না, এ দিকে জল দিতে হবে গো!

চন্দ্র। কালী দা! এতো সামিগ্রীতেও কি এই সকল ব্রাহ্মণের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে না?

কালী। আর ভাই! ঐ দেখ, উত্তর সারের পাশের বুড় ব্রাহ্মণটীকে মণ্ডা দিয়ে ফুরুতে পাচ্চি নে, বামুন যেন মণ্ডার ফুলকুটি খেলচে। এখন রাখাল বাবুকে রাখলে বাঁচি।

রাখাল। (মৃদু স্বরে) চুপ্ চুপ্, অমন কথা বলো না। দেও, ভাল করে দেও।

কালী। মহাশয়! দিতেই বা কসুর হচ্চে কি।

রাখাল। (গলবস্ত্র হইয়া) মহাশয়দের আর কি চাই? অনুগ্রহ করে বলুন।

ব্রাহ্মণগণ। রাখাল বাবু! যথেষ্ট হয়েছে, আমাদের আর কিছুই চাই নে।

রাখাল। কালী! শীঘ্র পান আন।

(পান প্রদানান্তে ব্রাহ্মণদিগের প্রস্থান।

[তেমাথা পথে দণ্ডায়মান দক্ষিণ পাড়ার চট্টোপাধ্যায়।]

চট্টোপাধ্যায়। (এক জন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া) কেমন গো ব্রাহ্মণ ঠাকুর! রাখাল মুখুয্যের বাড়ীতে কেমন জলপান হলো?

ব্রাহ্মণ। মহাশয়! সে কথায় আর কাজ কি? আমার বয়েস্ প্রায় সত্তোর পঁচাত্তোর বছর্ হোতে

চোলো, কিন্তু এমন শ্রাদ্ধ জন্মে খাই নি। বৃহৎ কর্ম্মে এত রকম করে চালোয়া দেওয়া বড় সামান্য ব্যাপার নয়।

চট্টোপাধ্যায়। (ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া) বলি, ও ঠাকুর! রকম টা কি, শুন্তে পাই নে?

ব্রাহ্মণ। তোমায় আমি কত বোল্বো, আমার কি সব মনে আছে। আমরা সেকেলে মানুষ, সকল রকমের নামও জানিনে।

চট্টোপাধ্যায়। তবু কতক বলুন না, তাতেই বোজা যাবে এখন্।

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) কি আপদ্, আমি কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে কোঁচড়ের এ গুলো হাঁড়ীসাত কোর্বো, তা না, এ বেটা আবার কোথা থেকে এসে ছিনে জোঁকের মতন জ্বালাতে লাগ্লো। (প্রকাশে) নিতান্ত ছাড়বে না, তবে শুন।

আক পেঁপে শশা কলা নেবু চিনি ছানা।
পানিফল নিচু পিচ বাদাম বেদানা॥
কোচুরি জিলিপি লুচি মতিচুর গজা।
মনোহরা রসকরা খেতে বড় মজা॥
কিবা জেল্লে রসোগোল্লা ছানাবড়া ম্যাচা।
তাজাফেনি মালিপোয়া চাঁদসোই সাঁচা॥
নিমকি নিখুঁতি শোণ্ড পাক্কয়া খাজা।
মুগলাড়ু ক্ষীরপুলী মোণ্ডা সব তাজা॥

শুনলেন! আর এই কোঁচড়ে দেখুন।

চট্টোপাধ্যায়। হাঃ ঠাকুর! চিরকাল টা তোমা-

দের তালা রোগটা এক রকমই রইল। তোমাদের জ্বালায় এর পর আর লোকে ক্রিয়ে কর্ম্ম কোর্‌বে না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ভগবান্‌। (রাখালের প্রতি) রাখাল বাবু! ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজকের কর্ম্ম তো একরমক সমাধা হয়ো গেল। এখন আমরা সব বাড়ী যাই? রাত্রি প্রায় দশ টা বাজে।

রাখাল। মহাশয়! আজ্‌কের কাজ্‌ হয়ো গেলে বল্যে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না। নিয়মভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত আপ্‌নাকে কষ্ট পেতে হবে। কাল্‌ প্রাতে আপ্‌নি না এলে আমি অপর লোক্‌দের ভোজনের আয়োজন কর্ত্তে পার্‌বো না। আপ্‌নিই আমার সব।

ভগবান্‌। আমি কাল্‌ প্রাতঃকালেই আস্‌বো। আপ্‌নার আর আমাকে কিছু অধিক করে্য বোল্‌তে হবে না। আমি আপ্‌নার পর নোই।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দক্ষিণ পাড়ার যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটী।

[গৃহিণী রন্ধনগৃহে উপবিষ্ট।]

গৃহিণী। (স্বগত) হায়! এমন পোড়ার মুখো ছেলেকেও পোড়া পেটে ধরো ছিলুম! অলপ্পেয়ে চিরকালটা আমায় হাড়ে মাড়ে জালালে। বেলা তিন পোর গড়িয়ে গেল, তবু এ পোড়ার মুখোর আর বৈটক ভাঙে না। হেদে আবার বাড়ীর পোড়ার মুখো বুড়ো মিন্সেই বা গেল কোথায়। এর জন্যেও যে আমাকে বস্যে থাক্‌তে হলো। পোড়ার মুখোরা কেবল দলাদলি নিয়েই আছে। ঘরে কেন আগুন লেগে পোড়ে যাগ্‌ না, তবু এক বার চেয়ে দেখ্‌বে না।

[যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ।]

যাদব। কোথায় গো ব্রাহ্মণি! ভাত্‌ টাত্‌ কি হয়েছে?

গৃহিণী। হ্যাঁ, হবে বৈ কি! তুমি সকাল সকাল চাল, কাট, তেল, নুন, তরি তরকারি সব এনে দিয়ে গ্যাছো কি না?

যাদব। বড় রাগতো রাগতো দেখ্‌চি যে?

গৃহিণী। (হস্ত নাড়িয়া) কেন, মুখ নেড়ে তোমার ভাত চাইতে একটু লজ্জা কল্লে না? আমার সোমত্তো মেয়ে কি না সদর রাস্তা দিয়ে ধোপা পাড়ায় গিয়ে নোবনে ধোপার বাড়ী থেকে চাল্ এনে দ্যায়, তবে আমি ভাত চড়াই। এ কি কম দুঃখের কথা।

যাদব। কেন, কান্তি না বাড়ীতে ছিলো?

গৃহিণী। হ্যাঁ ছিলো বৈ কি, দেখগে না, বার বাড়ীর দোচালায় পাঁচ্ ডেক্‌রায় বসো গাঁজা গুলির ধোঁয়ায় পাড়া অন্ধকার করো তুলেছে। অলপ্পেয়েকে ডেকে ডেকে আমার গলা চিরে গেলো, তবু যদি এক বার উত্তর দিলে। পোড়ার মুখো আজ ভাত গিলেত আসুক না, আমি তাকে ছাই বেড়ে কোলে ধোরে দেবো অখন

যাদব। তুমি একেবারে অতো রাগতো হৈও না। ছেলে পিলে বয়স্ কালে কত কি করো থাকে, এর পর আর অমনতর থাক্‌বে না। জান না, বড় পেড়াপীড়ি কল্লে বিগ্‌ড়ে যাবে। রাত্রি দিন বকাবকি কল্লে জাতি কি, কোন দিন পশ্চিম চোলে যাবে, নয় তো খ্রীষ্টান হয়ো পোড়্‌বে।

গৃহিণী। তোমার যেমন বুদ্ধি শুদ্ধি, তুমি তার মতন বোল্লে। চব্বিশ পঁচিশ বছোর বয়েসে, যার হুঁষ্ দীষ্যি জ্ঞান হলো না, গাঁজা গুলিতে চুচ্চুরে হয়ো উঠ্‌লো, লোকের ঘটো বাটো চুরি করো আস্তে শিখ্‌লে, সে আবার এর পর মানুষ মাল্লেভাই কোর্‌বে। হা পোড়া অদেষ্ট। হেদে ও পাড়ার ছুরি, নবীন, কালী

চন্দ্র তারাও তো ছেলে, তাদের দেখ্‌লে চক্ষু জুড়িয়ে যায়, মা হয়্যে কোলে কর্‌য়ে নিতে ইচ্ছে করে। আহা! তাদের মায়েরা কত পুণ্যি কর্‌য়ে ছিলো।

যাদব। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি বড় নির্ব্বোধ। তুমি কি জান না উত্তর পাড়ার ছোঁড়াগুলো সব খ্রীষ্টান। তারা ইংরিজী পড়ে, সন্ধে আহ্নিক করে না, মুতে জল ন্যায় না, বাপ্ পিতোমোর শ্রাদ্ধ করে না, দিনের মধ্যে তিন্ চার্ বার ভাত খায়, রাঁড়েরবের কলার মেবে আসে, লোক্‌কে আজ্ঞে, মশায় বল্যে কথা কয়। অমনতর ছেলে যেন শত্তুরেরও না হয়। তাদের দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়। তাদের লেখা পড়াতেও ধিক্, টাকাতেও ধিক্।

গৃহিণী। আমি তোমার কথা শুন্তে চাই নে। আহা! তারা কেমন শিষ্টু শান্ত, মা বাপ্‌কে কেমন ভক্তি করে, ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে কেমন ভাল বাসে, লেখা পড়ায় কেমন আইস্তি, নেশা রত্তিটুকু করে না। তোমার বাওয়াত্তুরে ধরেচে, তাই তুমি অমন সোণার গুঁড়োগুলির নিন্দে কর্‌য়ে মচ্চো। তোমাদের এ পাড়ার কেমন রোগ, তোমরা লোকের ভাল দেখ্‌তে পারো না। ঐ জন্যেই তো এ পাড়ার কপালে আগুন লেগেচে।

যাদব। (সক্রোধে) দূর হ মাগী, আমি তোর সঙ্গে আর বকাবকি কত্তো চাই নে। মেয়ে মানুষ এক জাত সতন্তর। দে, আমাকে ভাত দে, আবার আমাকে তাড়াতাড়ী বেরুতে হবে।

গৃহিণী। আবার তাড়াতাড়ী বেরোনো কেন? কি এমন তালুক মুলুক বিকিয়ে যাচ্চে। এখুনি তেলের পয়সার জন্যে কলুনী মাগী আস্‌বে। তুমি তাকে বিদেয় না করো কোথায় যেও না।

যাদব। আরে হাবি! এ তালুক মুলুকের বাড়া। রাখাল মুখুয্যেকে যতো দিন জব্দ কোত্তে না পাচ্চি, তত দিন আর আমাদের গায়ের ঝাল মিটচে না। কলুনী মাগী এলে তুই তাকে (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ পেতোলের বড় ঘটীটে বাঁধা দিয়ে চার্ গণ্ডা পয়সা এনে দিস্। আমি এখন পয়সার জন্যে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে পারিনে।

গৃহিণী। (মুখ নাড়িয়া) পোড়ার মুখ তোমার, শেষে ঘোটটো বাটটোও ওড়াতে আরম্ভ কল্যে। না জানি অদেস্টে আরো কত কি আছে! তোমরা তো রাখাল মুখুয্যের সব কোল্লে। আজ্ আট্ দিন ধরে তাঁর বাড়ীতে হাজার হাজার লোক খেয়ে যাচ্চে মেঠাই মণ্ডার ছড়া ছড়ি। তোমাদের জন্যে তো তাঁদের সব আটকালো, কেন বল দিকি তোমরা মিছেমিছে তাঁদের সঙ্গে দলাদলি কোচ্চো। তোমরা কেবল দল দলিই কোত্তে জান বই তো না। তোমাদের তো কখনো দলাদলি ভাঙতে হয় না। যদি লোককে কখন খাওয়াতে হতো, তবেই সিন্ টের্ পেতে, দলাদলি করো ভদ্দর নোক্‌কে যন্তন্না দেওয়ায় কত সুখ। "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চইত্রী মাসে রাস" সে বার বড় মশার বাপের শ্রাদ্ধে কতক গুলো জিনিস্ পত্তর

হয়্যে ছিলো, তা কায়েত বামনের পেটে গেলো না, কেবল হাড়ী কাওরায় পোচিয়ে পোচিয়ে খেলে।

যাদব। (সরোষে) আ মলো মাগি! তোর ও সব কথায় কাজ্ কি? তুই এখন ভাত নিয়ে আয়।

গৃহিণী। (বিরক্ত মনে) পোসো, দিচ্চি। আমি কি সাধে বকি, আপনার জ্বালায় বকি। (অন্ন প্রদান)

(যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আহারান্তে প্রস্থান)

[শ্যামার প্রবেশ।]

শ্যামা। হ্যাঁ গা মা! কেন বোক্‌চিস্?

গৃহিণী। হাড় জ্বালা কাচ্চে, তাই বোক্‌চি।

শ্যামা। মা! দাদা কি এখনো ভাত খায় নি?

গৃহিণী। না, সে পোড়ারমুখো এখনও ভাত গিলি নি। দেখ্ দেখি সে বাইরে আছে কি না? আমি যে আর তার জন্যে এ ছাই পাঁশ আগুনে নিয়ে বোসে থাক্‌তে পারি নে।

শ্যামা। হ্যাঁ গো মা! দাদা বাইরে বসে আছে। আমি এই মত্তর চণ্ডিমণ্ডোপের পাশ থেকে উঁকিমেরে দেখে এলুম।

[কান্তিচন্দ্রের বাটীর মধ্যে প্রবেশ।]

শ্যামা। (কান্তিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে দাদা আস্‌চেন।

গৃহিণী। যা মা শ্যামা! তুই বাছা সোরে যা। পোড়ার মুখো তো ঢুলতে ঢুলতে আসচে, আবার কি বোলতে কি বোলে বোসবে।

(শ্যামার প্রস্থান)

কান্তি। (সক্রোধে ভঙ্গ স্বরে) মা! চণ্ডিমণ্ডোপের পাশ্ থেকে কোন্ হাবামজাদী নজরা মাচ্ছে ছিলো।

গৃহিণী। (সভয়ে) ছি বাবা কান্তি, ও কি? তোর কি একেবারে জ্ঞান বুদ্ধি হরে গেছে। তুই কাকে কি বলিস্, তা তোর বোধ নেই। তোর ভাত শুকিয়ে যায় দেখে, তোর বোন্ শ্যামা বুঝি চণ্ডিমণ্ডোপের পাশথেকে দেখ্‌ছিলো, তুই বাইরে আছিস কি না?

কান্তি। (মস্তক নাড়িয়া) হুঁ হুঁ বুঝেছি, সেই বটে। মা! তুমি তাকে এই বেলা বারণ কর, সে যে, অমন করে উল্কি ঝুল্কি মেরে, এ দিক্ ও দিক্ দিয়ে উকি ঝুঁকি মেরে বেড়ায়, এ বড় ভাল নয়। আমার পাঁচ পাগল ইয়ার নিয়ে থাকা, কি জানি, কোন দিন কে কথন ——— আমি আগে বোলে রাকচি, তোমাদের খাতিরে তাদের কিছু বোলতে পারবো না তারা আমার প্রাণের ইয়ার লোক।

গৃহিণী। (জিভ্ কাটিয়া স্বগত) ও মা, আমি যাবো কোথায়! কান্তে বলে কি! আমার কপালে যে একেবারে আগুন লেগেছে! এ অলোপ্পেয়ে নীমতলায় যাবে কবে! হে মা গঙ্গা, আমাকে শিগ্গির নাও। আমি এখন মোলেই বাঁচি। (প্রকাশে সভয়ে) না বাবা কান্তি! তুমি খেয়ে আপ্নার কাজে যাও। তোমার

আর ও কথায় কাজ্ নেই। ও ছেলে মানুষ, ওর কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে?

কান্তি। (সক্রোধে) তুই যা, তোর আস্কারাতেই তো ও অমনতরো হয়ো উঠেছে। ওর বোইগি হলা ঠাকুরদার মেয়ে থাকীর একটা মেয়ে হয়ো গিয়েছে, আবার তার তিন্ চার্ মাস পেট্। ওর আর এর পর জ্ঞান বুদ্ধি কবে হবে?

গৃহিণী। (বিরক্ত হইয়া) নে দাদা, তুই শাকের চাট্টী খেয়ে যা। আমি আর হেঁসেল আগ্লে বসো থাক্‌তে পারি নে। আমার আর মড়ার ওপোর খাঁড়ার ঘা সয় না। (অন্দর প্রস্থান)

(আহারান্তে সকলের প্রস্থান)

[নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় স্বীয় বৈটকখানায় উপবিষ্ট।]

নীলাম্বর। (স্বগত) হায়, কি সর্ব্বনাশ! আমাদের পাড়াটা কি মন্দ স্থান হয়ো উঠেছে। যে বনে বাগ্ ভালুক থাকে, সে বনও আমাদের দক্ষিণ পাড়ার চেয়ে উত্তম স্থান। আমি এখানে ইটের ঘর করো কি ছেলে মানুষের কাজ্ করেছি। তা না হলো আমি এখনি অন্য স্থানে উঠে যেতুম। আর যে কখন দক্ষিণ পাড়ার ভাল হবে, তারও আকার দেখ্‌চি নে। যেখানকার লোকের পরের নিন্দা না কল্যে পেটের ভাত হজম্ হয় না, পরের সর্ব্বনাশ কত্তে পাল্যেই সুখ বোধ হয়, পরের জাতিপাত কত্তে ভাল বাসে, সেখানকার ভাল হবার যো কি? (নেপথ্যে কোলাহল শ্রবণে, বহির্দ্দেশ অবলোকন করিয়া) এই যে আমা-

দের পাড়ার মহাত্মারা আস্‌তেছেন! কি চমৎকার! এদের দেখেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছে। আশ্চর্য্যই বা কি! মন্দ লোকের নাম শুন্‌লে ভয় হয়, দেখ্‌বার তো কথাই নেই। আমরা নবাব সেরাজুদ্দৌলাকে তো কখন দেখি নি, কিন্তু তার নাম শুন্‌লে আজ্ পর্য্যন্তও আমাদের ভয় হয়ে্য থাকে।

[রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী, পার্ব্বতীচরণ রায়, মহেশচন্দ্র মজুমদার, রামরত্ন লাহিড়ী এবং মাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ।]

নীলাম্বর। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসুন মহাশয়েরা, আস্‌তে আজ্ঞা হয়। নপরা! এক ছিলিম তামাক, কতকগুলা আঁবের পাতা দে লাতো।

রামবল্লভ। (নীলাম্বরের প্রতি) না তোমার আর আমাদের জন্যে তামাক্ আনাতে হবে না।

নীলাম্বর। (স্বগত) দেখ, আবার কি আপদ্ ঘটায়। (প্রকাশে) কেন, আপ্‌নারা কি তামাক ত্যাগ করেছেন?

রামবল্লভ। হাঁ ত্যাগই বটে, যে সময় হয়ে উঠেছে, তাতে ত্যাগ করাই ভাল, সকল জায়গায় তো খাবার যো নেই? বাপু হে! আমাদের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন মানে মানে, এইকটা দিন কাটিয়ে যেতে পাল্যে বাঁচি।

নীলাম্বর। (স্বগত) কেবল তোমরা গেলে কি হবে? এ পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলে ঘোষের বাড়ী না গেলে আর নিষ্কৃতি নেই। (প্রকাশে) মহাশয়! আ

কেন, রাখাল বাবুকে যথেষ্ট ক্লেশ দেওয়া হয়েছে, এখন আপ্‌নারা ক্ষান্ত হউন। যখন আপ্‌নারা তাঁর বাটীতে পদার্পণ কল্লেন না, তখন আর তাঁর বিষয় নিয়ে আপ্‌নাদিগের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন কর্‌বার প্রয়োজন কি? লোকের নিন্দা করে্য কেন আর আপ্‌নাদের স্বভাব বিকৃত করেন।

পার্ব্বতীচরণ। (সরোষে) ওহে নীলাম্বর! তো-মার আর হাড় জালানে কথায় কাজ্ নেই। তুমি ও কথা বোল্‌বেই তো, ক দিন ধরে্য চোরা গোরুর মোতন লুকিয়ে লুকিয়ে, লুচি, মণ্ডা, মেঠাই, বড় বড় মাছের মুড়ো মেরে মেরে আস্‌তেছো কি না, তোমার ও কথা না বল্লেই বা চোল্‌বে কেন?

নীলাম্বর। মহাশয়! আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রাখাল বাবুর বাড়ী যাইনে। রাখাল বাবু আমার পরম বন্ধু। আপ্‌নারা আমাকে যত কেন পীড়ন করুন না, যত কেন দুর্ব্বাক্য বলুন না, আমি কোন মতেই কোন কালে রাখাল বাবুকে পরিত্যাগ কত্তে পারবো না।

মহেশ। ভাল, নীলাম্বর! আমাদের পাড়ায় তো তোমাকে কখন কারুর বাড়ীতে পাত পাড়্‌তে দেখি নি। যখন যে তোমাকে নিমন্ত্রন কত্তে আসে, তখনি তুমি বল্যে বসো "না মহাশয়! আমার শরীরটে বড় ভাল নয়, আমি অজো বেলায় আহার কত্তে পার্‌বো না" কিন্তু এ দিকে আজ্ আট্ দিন ধরে্য রাখাল মুখুয্যের বাড়ীতে চিটে গুড়ের মাছীর মতন উঠে পড়ে্য লেগে আছ, এর কারণ টা কি বল দিকি?

নীলাম্বর। যথার্থই আমার শরীর অত্যন্ত অপটু। প্রায়ই আমার মাথা ধরো থাকে, সুতরাং আমি সকলের বাটীতে নিমন্ত্রণে যেতে পারি নে, কিন্তু রাখাল বাবু আমার অকৃত্রিম মিত্র, তাঁর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাওয়া আর বাটীতে আহার করা, এ উভয়ই তুল্য।

মহেশ। (মস্তক নাড়িয়া) হাঁ হে নীলাম্বর! তুমি এখন তর্কপঞ্চাননের বেটা, নীলাম্বর বাবু হয়ো উঠেছ। তোমার দশটার মধ্যে ভাত না খেলে মাথা ধরে, ভাল ভাল পোষেক্ গায় না দিলে শরীরে অসুখ হয়, বড় বড় বৈ হাতে করো না বেড়ালে ভাল দেখায় না। আমি তখনি তোমার বাপ্‌কে বল্যে ছিলুম, বলি তর্কপঞ্চানন দাদা! তোমার ছেলেকে সমস্কৃত কালেজে পোড়্‌তে দিও না, দিও না, দিও না। তা তিনি কারুর কথা না শুনে, তোমার মাথা একেবারে চিরকালের মোতন খেয়্যে গেছেন। বাপু হে! সৎবংশে জন্মো, যার তার বাড়ীতে খেয়ে জাত জন্মটা একেবারে ঘুচুলে? আজও রাত দিন হচ্চে, গঙ্গায় জোয়ার ভাটা খেল্‌ছে।

নীলাম্বর। মহাশয়! আমি কি এমন দুষ্কর্ম্ম করেছি যে আপ্‌নারা আমাকে এরূপ তিরস্কার কচ্চেন। যদি আপ্‌নারা বিবেচনা করো দেখেন, তা হল্যে বিলক্ষণ জান্তে পার্‌বেন যে, উত্তর পাড়ার লোকেরা দক্ষিণ পাড়ার লোক অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভাল।

মহেশ। (সক্রোধে) কি, উত্তর পাড়ার সঙ্গে

দক্ষিণ পাড়ার তুলনা কত্তে তোর একটুকু লজ্জা কল্লে না। তুই ভাটপাড়ার সঙ্গে কাজিপাড়ার তুলনা কত্তে চাস্! উত্তর পাড়ার বেটারা কি মানুষ। আমি তাদের গোরু জ্ঞান করি। কতকগুলো টাকা হলোই কি বড় লোক হয়। আমরা ছেঁড়া কাপড়ে যা কত্তে পারি, বেটারা শাল রুমাল উড়িয়ে তা করো আসুগ্ দিকি। বেটাদের জাত জন্ম কোথায় তার ঠিকানা নেই। হাজার টাকা দিলেও আমি সে বেটাদের বাড়ীতে প্রস্রাব কত্তে যাই নে। তুই ভাল উত্তর পাড়ার অন্নদাস হয়ো উঠেছিস্ দেখ্‌চি।

নীলাম্বর। (মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) আপনাদের মতে কিসে লোকের জাত যায়, কিসে লোকের জাত থাকে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লোম না। যদি পরদারগমন, জ্রূণহত্যা, অপর জাতের ভাত খাওয়া প্রভৃতি দুষ্কর্ম কল্যে জাত যায়, তা হলো দক্ষিণ পাড়ার প্রায় কারুরি জাত নেই।

মহেশ। কি, তোর যদ্দুর মুখ তদ্দুর কথা। তুই দক্ষিণ পাড়ার লোক হয়ো, দক্ষিণ পাড়ার নিন্দে করিস্। পাজি, ছুচো, রাসকেল, তুই জানিস্‌নে বটে। দক্ষিণ পাড়ায় কবে কার বাড়ীতে কি মন্দ কর্ম্ম হয়েছে, তুই ভজিয়ে দে। না দিস্ তো তোর —— —— দিব্যি।

নীলাম্বর। আমি লোকের নিন্দা কত্তে চাইনে, যদি শুন্তে ইচ্ছা হয়, তবে অন্যের কাছে গিয়ে শুনুন।

মহেশ। (যাদবচন্দ্রের প্রতি) কি হে যাদব! আমাদের পাড়ার কার বাড়ীতে কবে কি হয়েছে হ্যা?

যাদব। কৈ ভাই, আমার জ্ঞানে তো কখন কিছু দেখিনি, শুনিনি। অমন কথাটি বলে, কার বাপের বা তিনটে মাতা। তবে সে বারে পাঁচকোড়ের রাঁড় সোনাটা বেরিয়ে গিছলো। তা ছাড়া কোন্ বেটা বা কি বল্‌তে পারে। আর হলা দাদার ভাদ্র বৌটা বুঝি রত্না সদ্দারের সঙ্গে ধরা পড়েছিল, সে কথা আমি ধরিনে, সে প্রায় পাঁচ্ ছয় মাস হয়ে গেল।

রামরত্ন। (সক্রোধে) কি তোমরা আহাম্মোকের সঙ্গে বাজে কথা নিয়ে গোল কোত্তে আরম্ভ কল্লে। বৌ ঝী, ছেলে পিলে, কবে কি লুকয়ে চুরিয়ে করে ছিল, তা কি মুকে আস্তে আছে, না তা ধত্তব্বির মধ্যে। মিছে মিছি চটাচটি কোল্লে কি হবে?

রামবল্লভ। হঁ, আচ্ছা বলেছ ভাই। (নীলাম্বরের প্রতি) কেমন হে নীলাম্বর! তুমি যা করে বসেছ, তা তো আর চারা নেই। এখন ঘরে ঘরে অমিল করাটা কি ভাল? আমি বলি, তুমি এখন গোবর খেয়ে আবার আমাদের দলে এসো।

নীলাম্বর। গোবর কি, সন্দেস খেয়েও আমি উত্তর পাড়াদের পরিত্যাগ করে আপনাদের দলে মিলতে চাইনে। আপনারা বৃথা কেন চেষ্টা পান।

মহেশ। (সক্রোধে) তোমরা ওর কথার ছিরি খানা শুন্‌লে। আমি তখনি তো বল্যে ছিলুম ও সোজা লোক নয়, ও আমাদের কথা শুনবে না। আমি কি না জানি, কবে মোর্‌বো কেবল তাই বোলতে পারিনে যার হাড় পর্য্যন্ত টক্ সে কি কখন মিষ্টি হয়। কা

যখন বুড়া মিন্‌সে ভবশঙ্কর ন্যায়রত্নকে সড় কোত্তে পারিনি, তখন এর পিণ্ডেশও ছেড়ে দ্যাও। এখন চল, আমরা বাড়ী যাই। "দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

(সকলের প্রস্থান।)

[শিশুর সহিত ভিক্ষুক অন্ধের প্রবেশ।]

অন্ধ। (স্বগত) হায়! আমি কি দুঃখী! যতক্ষণ ভিক্ষে করো নিয়ে যাবো, ততক্ষণে আমার মাগ্‌ ছেলে খেতে পাবে। আমি মলেই বাঁচি, আর এমন করো প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারিনে। আমার নাক্ কান্ গেলো না কেন? তা হল্যে তো আমি লোকে দেখে কাজ্ করে খেতে পাত্তুম, পৃথিবীর ভাল ভাল জিনিস্ দেখতে পেতুম, সাপে বাঘে খেতে এলে পালাতে পাত্তুম। (প্রকাশে শিশুর প্রতি) বাবা সাতকড়ী, আমি কোথায় ডাঁড়িয়ে আছি?

সাতকড়ী। বাবা! আমরা বাজারের কাছে বড় পুকুরের ধারে ডাঁড়িয়ে রইচি।

অন্ধ। বাবা, বেলা কি আর আছে?

সাতকড়ী। না গো বাবা! বেলা আর নেই। দোকানীরে সব পিদীপ জেলেছে।

অন্ধ। চল বাবা, বরাবোর দক্ষিণ পাড়ার দিকে হন্ হন্ করো চল্যে চল। এখনো আমাদের অনেক খানি যেতে আছে। (যাইতে যাইতে স্বগত) পরমেশ্বর করেন আজ্ আবার তেমনি পাই, সে দিন

পাড়ায় যেমন পেয়ে ছিলুম, তবেই দিন কতকের দায় নিশ্চিন্ত হই। (প্রকাশে) বাবা সাতু, এটা কোন জায়গা?

সাতকড়ী। তা আমি এতো জানিনে। সুমুকে একটা বড় তালপুকুর রয়েচে।

অন্ধ। হাঁ এইটে দক্ষিণ পাড়াই বটে। (উচ্চৈঃস্বরে গীতারম্ভ)

রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

আমি রাত্তি ভিকারী কাণা।
দয়া করে দেও গো আমায় এক এক মুটো দানা॥
সারা দিন গো পাইনি খেতে, বেড়াচ্ছি তাই চেঁচিয়ে রেতে,
কেঁদে মরি চলে যেতে, আমার দুঃখ ষোল আনা॥
আমি অতি অভাজন, পরায়ে গেল জীবন,
কেন আমার হয় না মরণ, এড়াই ভিক্ষে করে আনা॥

সাতকড়ী। (দুই জন কদাকার লোককে আসিতে দেখিয়া সভয়ে অন্ধের প্রতি) বাবা গো বাবা! ঐ দুটো ভূত আস্‌চে।

অন্ধ। তুই ছোঁড়া বড় ভয়তরাসে। সন্ধে বেলা পাড়ার ভেতোর তুই আবার ভূত দেখ্‌লি কোথায়? আমার যেমন অদেষ্টো তেমনি তুই।

সাতকড়ী। না বাবা, সত্যি গো, এক জোড়া ভূত।

অন্ধ। দুর্, হ, লক্ষী ছাড়া ছোড়া, ভয় পেয়ে থাকিস্ তো রাম রাম বল।

সাতকড়ী। (সভয়ে স্বগত) রাম রাম রাম—

অন্ধ। (অভয়ে পুনর্ব্বার গীতারম্ভ)

রাগিণী ললিত—তাল জৎ।

কিসুখ আছে মা আমার থেকে এ জীবন।
অকৃতি অধম অন্ধ অতি মূঢ় জন॥
দারুণ দুঃখের যাতনা, কত দিন সব বল না,
ভাবিয়ে সংসার ভাবনা, সদা জ্বালাতন॥
দুর্লভ জনম লয়ে, বৃথা দিন গেল বয়ে,
ভজন পূজন বিহীন হয়ে, রলেম চিরকাল;—
না পুরিল মন আশা, সকলি হলো নিরাশা,
আমার মিছে ভবে আসা, বাঁচি মুদিলে নয়ন॥

[মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এবং কান্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুনঃপ্রবেশ।]

মধু। (উচ্চৈঃস্বরে অন্ধের প্রতি) কেরে শালা তুই, রাত্তিরে এঁড়ে গোরুর মতন আমাদের পাড়ায় চ্যাচাচ্চিস্?

সাতকড়ী। (ভজ স্বর শুনিয়া সভয়ে) বাবাগো, গেলুম গো, খেলে গো। (দ্রুত বেগে পলায়ন)

অন্ধ। (সভয়ে) হে বাবারা, আমি তোমাদের চাকর অন্ধ ভিকিরী। পেটের জ্বালায় তোমাদের কাছে ভিক্ষে কত্তে এস্চেচি।

কান্তি। তবে রে শালা তুই বটে উত্তর পাড়ার বোকা বেটাদের পেয়েছিস্ তাই ভুলিয়ে নে যাবি। গুখেগোর বেটা হারামজাদা ডাকাত, তুই জানিস্‌নে বটে। দাঁড়া শালা তোকে এখুনি পুড়িয়ে চাট্ করে ফেলচি।

অন্ধ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা! আমি কানা গরিব। তোমরা আমাকে কিছু বলো না! তোমরা আমার মা বাপ্।

মধু। (জনান্তিকে কান্তির প্রতি) বাবা কান্তি! এ শালাকে কামড়ে কুমড়ে চালের থলিটে কেড়ে নিয়ে চালগুনো সংগ্রহ কত্তে হবে।

কান্তি। ঠিক্ বাবা ঠিক্, তবু এক দিনেরো তো চাটের জোগাড় হবে। (উভয়ের অন্ধের প্রতি প্রহারারম্ভ)

অন্ধ। (উচ্চৈঃস্বরে) ও গো বাবা গো, মা গো, গেলুম গো, মেরে ফেল্লে গো, আমার মা বাপ্ তোমরা কে কোথায় আছো গো, আমায় বাঁচাও গো।——

[তিলক কায়পুত্রের প্রবেশ।]

তিলক। (দূর হইতে) কেরে কেরে?

মধু। (কেরে কেরে শব্দ শুনিয়া কান্তির প্রতি) বাবা কান্তি! কে বুঝি আস্‌চে। শেষে ধরে ফেল্‌বে, এই বেলা চম্পট দেওয়া যাক্। (অন্ধকে ছাড়িয়া উভয়ের প্রস্থান)

তিলক। (নিকটে গিয়া অন্ধের প্রতি) কেগা তুমিতি কাঁন্দি নেগেচো?

অন্ধ। বাবা! আমি কানা রাত্‌ভিকিরী। এ পাড়ায় ভিক্ষে কত্তে এসেছিলুম। কোথা হতে ক জন লোক এসে আমার উপর মার পিট্‌ কত্তে ছিলো। বাবা! আমার কাপড় চোপড় সব ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। তোমার সাড়া পেয়ে শেষে তাড়াতাড়ি আমার ভিক্ষের ঝুলিটে কেড়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

তিলক। হ্যাঁ গা, তুমিতি আর ভিক্ষে মাগ্‌বার ঝায়গা পাউ'ন, তাইতি এনাদের পাড়ায় মদ্দি এয়েলে। তুমিতি আবো ঝান্তি পারুনি, দকিন পাড়ার এনারা যে সব মুরুখ্যু। এনারা আপ্‌নারা খাতি পায় না, লোক্‌কে আবার খাতি দিতি পার্‌'র কোমিন্‌ থেকে। এনারা কানা খোঁড়া পালি যেন বাগের মতন নেপেয়ে কেম্‌ড়ে ধরে। হ্যাঁ গা, তুমিতি কি একলা এয়েলে?

অন্ধ। না বাপু, আমি কানা মানুষ, একলা আ-স্‌বো কেমন করে। আমার একটা ছোট ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে এদের ডাকাতের মতন শব্দ শুনে পা-লিয়ে গিয়েছে।

তিলক। তোমাগার ঘর কোম্‌নে?

অন্ধ। আমার ঘর এই গাঁর উত্তরে চাল্‌তেবেড়ে।

তিলক। তোম্‌রা চেল্‌দেবেড়ের বোষ্টোমেরা! মোরা যে সে দিন বেল বেলা তোম্‌গার গাঁ দিয়ে ঐ নন্দপুরি বেড়্‌ঘো ঠাকুরগার বাড়ীতি সোয়ারি নে গিইনু। হ্যাঁ গা, তোম্‌গার ঘাড়ে ক জন লোক পড়েলো?

অন্ধ। কি জানি বাপু, আমার ঘাড়ে ক জন লোক

পড়েছিল। আমি কেবল দু জন লোকের কথা শুন্তে পেয়েছিলুম।

তিলক। তুমি তি তানাদের মাটিতি আছড়ি মাড়ি পাল্লে না? তানারা তো রাপিনের ধোঁয়া মেরে মেরে ক্রেশো হয়্যে ওগা মেরে গিয়েচে। তানাদের শরিলে কি জোর আছে। তানারা কি উট্‌টি পারে।

অন্ধ। বাপু, আমি যদি চোকে দেক্তে পেতুম তা হল্যে আমার এমন দশা হবে কেন। চোকে দেখে পালিয়ে যেতেও তো পাত্তুম। পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করে্য ছিলুম তাইতে কাণা হয়্যেছি। তোমরা বল, আমি শিগ্‌গির মরে্য যাই, আর যেন আমাকে ভিক্ষে কত্তে না হয়। এখন আমি কেমন করে্য এখান থেকে বাড়ী যাই। কে আমাকে হাত ধরে্য নে্য যাবে। আমার যে এখানে কেউ নেই। আমি কোন্ খানা খন্দে পড়্যে থাক্‌বো। আজ্ আমাকে মরা মানুষ বলে্য শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌বে। (ক্রন্দন)——

তিলক। (সকরুণ মনে) তুমিতি আবার কান্দি লাগ্‌লে কেন? চল না, মুই তোমাকে দে্য আস্‌টি লেগিচি।

অন্ধ। (আনন্দিত হইয়া) আঃ। বাপু! সুখে থাক আজ্ তুমি আমাকে যোমের হাত থেকে বাঁচালে আমি মলে্যও তোমাকে ভুল্‌তে পার্‌বো না। হ্যাঁ গা তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

তিলক। মোদের বৌ বল্লে, সাঁজের বেলা কুক্তর পাড়ার রবয় বাবু মোরে ডাক্তি লোক পেটিয়েলো।

কোথায় বুঝি ভাড়ায় যাটি হবে, তাই মুই যাটি নেগিনু।

অন্ধ। তবে বাপু! তোমাকে আর বড় অনেক দূর যেতে হবে না। অভয় বাবুর বাড়ীর উত্তরে, বড় রাস্তায় তুলে দিলেই আমি বরাবোর যেতে পারবো।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

[যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্বীয় চণ্ডীমণ্ডপে আসীন।]

যাদব। (মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া দুঃখিত মনে স্বগত) আহারের বেলা হলো, কোথায় তনয় রলো,
তারে রেখে অন্ন জল মুখে কভু যায় না।
এক পুত্র দুটী নাই, প্রাণ সম ভাবি তাই,
তার প্রতি বিনা মন অন্য দিকে ধায় না॥
শত্রুগণ বলে তায়, গাঞ্জা গুলি মদ খায়,
আমার মনেতে দোষ কিছু তার লয় না।
নির্দ্দয় পেয়াদা যত, যাতনা দিতেছে কত,
সে আমার সাত চড়ে ফুটে কথা কয় না॥
গৃহিণী রন্ধন করি, গৃহকর্ম্ম পরিহরি,
পথ চেয়ে আছে বসে দেখিবারে পায় না।
নয়ননীরেতে ভাসি, জানালার পাশে আসি,
কাঁদিতেছে এই বলে আয় বাছা আয় না॥
যা খুসী করুক তাই, তাহে কিছু দোষ নাই,
বেটাছেলে হলে তার কিবা শোভা পায় না।
দারোগা চণ্ডাল প্রায়, বন্ধন করেছে তায়,
স্নেহ ভাবে এক বার চাঁদমুখ চায় না॥
আহা মরি কিবা চাঁদ, ওরে বাবা কীর্ত্তিচাঁদ,
ঘি দুধের জন্যে কত করিতেরে বায়না।
কড়া পোরা দুধ আছে, তব প্রসূতীর কাছে,
বাবা বলে এক বার কোলে ছুটে আয় না॥

কি সর্ব্বনাশ হল্যো! আমরা যতো দেবতা বা- মুনকে মেনো মেনো বেড়াই, ততই আমাদের বিপদ্

ঘটে। আমি আর তো নারায়ণের মাথায় জল দেবো না, আর তো সন্ধ্যে আহ্নিক কোর্‌বো না, আর তো গঙ্গাস্নানে যাবো না। দুঃখে যে আমার বুক ফেটে যায়। কাল বিকেল অবুদি আমার পেটে এক ফোঁটা জল পড়েনি। তবু যেন পেট্ দম্ সম্ হয়্যে উটেচে। বাড়ীর মাগী যেন হন্নে কুকুরের মতন এখানে ওখানে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চে। পাড়াটা যেন ভোঁ ভোঁ কচ্চে। আহা! কাল্‌কে আমার এত ক্ষণ পাঁচ জন ইয়ার বক্সি নিয়ে বাইরের চালায় বসে কতো আমোদ আহ্লাদ কত্তো। তারা যে নেসা না করে্য এক দণ্ড থাক্‌তে পারে না। হারে দারোগা! তোর শরীরে কি একটুকু দয়া মায়া নেই! তুই সোনার হরিণ-গুলিকে কেমন করে বেঁধে নিয়ে গেলি! আমরা তোর কি পাকা ধানে মৈ দিয়ে ছিলুম?

[দ্রুত বেগে রামবল্লভের পুনঃ প্রবেশ।]

রামবল্লভ। (যাদবের প্রতি) যাদব ভায়া! বস্যে বস্যে কি ভাব্‌তে লেগেছ। ও দিকে যে একেবারে সর্ব্বনাশ হবার যো উঠেছে। আজ্ সকাল বেলা দারোগা বেটা ছোঁড়াগুলোকে থানা থেকে বড় সাহেবের কাছারিতে চালান দিয়েছে। আরো শুনে এলুম গাঁজা গুলি না খেতে পেয়্যে তাদের পেট্ দম্ সম্ হয়্যে উঠেছে। এই বারে বুঝি এক গণ্ডূষ জল পাবার দফা রফা হলো।

যাদব। কি! একেবারে কাছারিতে পাঠিয়ে দেছে! তবে আর সে যমের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে আনা ভার। তোমরা তবে কাল অবুদি গিয়ে কি করো এলো?

রামবল্লভ। এ কি ভাই দলাদলি করা, না লোকের জাত মারা, যে আমাদের হাতের ভেতোর। কাল রাতেই আমি, মহেশ, রামরতন কজনে যুটে দারোগা বেটার বাসায় পড়ো ঝুলোঝুলি কল্লুম, তবু কিছুতেই বাগ্ ফিরুতে পাল্লুম না।

যাদব। বলি, টাকা কড়ির কথা কি কিছু বলে ছিলে?

রামবল্লভ। হাঁ, কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত দিতে চেয়ে ছিলুম। ঘুসের কথা শুনে, বেটা যেন আমাদের কামড়াতে এলো। সে বেটা সেকেলে শিষ্ট শান্ত দারোগাদের মতন নয়, ছোকরা হনো, জন মর্দ্দ। ইয়া মোচার মতন গোঁপ। ইংরিজী এক খানা মস্ত কাগজ পড়্‌ছে ছিলো। সেইটে নেড়ে গাড়্ ম্যাড়্ করো আমাদের তাড়িয়ে এলো। আমরা তাই দেখো সরো পল্লুম।

যাদব। ব্যাপার টা কি বল দেখি, ছোঁড়াগুনোকে কি দোষে, কাঁচপোকায় যেমন তেলাপোকা ধরে, তেমনি করো ধরো নিয়ে গ্যালো?

রামবল্লভ। আমরা কাল থানায় শুনলুম, হরিহরপুরে ছোকু মজুমদারের বাড়ী একটা বড় সিঁদ্ হয়ো গেছে। তাই তে বড় সাহেব বদ্‌মায়েশ লোকদের ধরো চালান দেবার জন্যে দারগার উপর পরোয়ানা পাঠিয়েছে। তাই দারোগা এদের সব ধরো ধরে চালান দিচ্ছে।

যাদব। (সবিস্ময়ে) কি, একেবারে বদ্‌মায়েশী! কোই ভাই আমিতো তাদের কখন কারুর পাত খান কেটে ভাত খেতে দেখিনি, তবে কখন কখন লোকের ঘট্টে বাট্টে নিয়ে নেসাটা কেসাটা করে, তা আমি ধরিনে। মনে কর্য্যে দেখ দেখি ভাই, আমরা সে কালে না করেছি কি? লোকের গাছ পালায় নার্‌কেল ছের্‌পোল টা পাক্‌তে দিতুম না, জিনিস্ পত্তোর খান দেখ্‌তো তোর না দেখ্‌তো মোর। লোকের বৌ ঝীর উপর কত দৌরাত্ত্বিই করেছি। বাপুরে! কি সর্ব্বনেশে কালই পোড়েছে! এখন আর কারুর কুটো-গাছটায় হাত দেবার যো নেই। কি দৌরাত্ত্বি! কি দৌরাত্ত্বি!

রামবল্লভ। দৌরুত্তির কথায় আর কাজ্ কি? কাল দারোগা বেটা আমাদের এক ছিলিম তামাক খেতেও দিলে না, একটু জিরুতেও বল্লে না। বেটা যেন মানোয়ারি গোরা।

যাদব। তোমরা কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলে?

রামবল্লভ। আমরা কাল আগার নাজ্জামা-য়ের বাড়ী ছিলুম। আজ্ সকালে এক জন বোন্‌দের মুখে ছোঁড়াদের কাছারিতে গিয়ে পেট্ ফাঁপার কথা শুনে, মহেশ আর রামরতনকে তাদের দেখ্‌তে পাঠিয়ে দিয়ে, আমি তদ্‌বিরের জন্যে তোমাদের কাছে এলুম।

যাদব। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) আর তদ্‌বির! তদ্‌বির আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমরা কেমন কর্য্যে

সে বাঘের মুখ থেকে তাদের ফিরিয়ে আন্‌বো! ভাই রামবল্লভ! কান্তিকে না দেখে যে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। আমি যে আর চোকে দেখ্‌তে পাইনে। আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন হলো. হা নারায়ণ! তোমার মনেও কি এতো ছিলো! (ক্রন্দনারম্ভ) ——

রামবল্লভ। তুমি যে কেঁদে একেবারে মাটি ভাসিয়ে দিলে। অতো কাঁদো কেন? আমাদের ছেলেরাও তো তার মধ্যে আছে। আমরা তো তোমার মতন অতো কাতর হইনি? ন্যাও, একটু স্থির হও।

যাদব। ও ভাই! আমার যে কান্তি বৈ আর কেই নেই। আমি কার মুখ চেয়ে প্রাণ ধারণ কোর্‌বো। কে আমাকে বাবা বল্যে ডাক্‌বে? কে আমার বাক্স ভেঙে পয়সা চুরি করো্য নে যাবে? আহা! কান্তি যে আমার এত ক্ষণ নাটিমের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়া তো!

[মহেশচন্দ্র এবং রামবল্লভের পুনঃ প্রবেশ।]

মহেশ। (সক্রোধে রামবল্লভের প্রতি) ভাই! যা হোক্ তুমি আচ্ছা মজার লোক। তোপের মুখে কেউ ঘেঁসতে চায় না।

রামবল্লভ। কি হে মহেশ! বড় চটা চটা দেখ্‌চি যে?

মহেশ। তা বই কি? তুমি কাল আমাদের সঙ্গে

কেবল কুটুম্বিতে কত্তে গিছ্লে টৈ তো না। যেই বেগতিক দেখ্লে, অমনি আমাদের ঠেকিয়ে দে সোরে পোল্লে। তার পর মোর্গে যা শালারা, ন্যাজে গোবরে এক হয়ো। যদি বড় সাহেবের রাঙা মুখ দেখ্তে হোতো, তা হল্যেই দিন টেব পেতে।

যাদব। ন্যাও, তোমরা এখন ঝগ্ড়া রাখ। আগে কাছারির খপর বল, তার পর ঝগ্ড়া কোরো।

রামরত্ন। (যাদবের প্রতি) আর খপোর, খপোর এখনি হয়্যো উঠেছিলো। আমরা কাছারিতে গিয়ে দেখি যে ছোঁড়াগুলোর পেট লেঁপে ঢোল সমুদ্দুর হয়্যে উঠেছে। মহেশ দৌড়ে গে ছোকো দোকানির কাচ্ থেকে চাদর বাঁদা দিয়ে, খানিক আপিন এনে লুকিয়ে ফেলে দ্যায়, তবে তাদের চৈতন্য হয়।

যাদব। বড় সাহেবের কি হুকুম হল্যো?

রামরত্ন। কে জানে ভাই, এক জন আমলা এক খান কাগজ পোড়ে পর, বড় সাহেব আঙুল কাম্ড়াতে কাম্ড়াতে কি বিড় বিড় করে্য বোল্লে, তা আমরা বড় শুন্তে পেল্লুম না। গোলোক মোক্তার আমাদের ডেকে বোল্লে, এক জন মাতোব্বর জামীন দিতে হুকুম হল্যো। তাই শুনে আমরা দৌড়ে তোমাদের খপোর দিতে এলুম। এখন যা হয়, তোমরা একটা বিলি ব্যবস্থা কর। কিন্তু ভাই আমি ঠিক্ বোল্চি, যদি আজ্ তাদের খালাস করে্য আনা না হয়, তা হল্যে আর তাদের পাবে না। তারা আজ্ রাত্তিরের মধ্যেই পেট ফুলে মরে্য যাবে।

যাদব। তাই তো, মাতব্বর জামিন আবার কোথায় পাবো? আমাদের পাড়ায় জামিনের মতন লোক যে কাকেও দেখ্‌তে পাইনে। এতে সুদ্ধু বড় মানুষ হলো হবে না, সাহেব ঘ্যাঁসা লোক চাই। মনে করেছিলুম, উত্তর পাড়ার বেটাদের ভাল করো জব্দ কোরবো, তা দেখ্‌চি আমাদেরই জব্দ হোতে হোলো। সকলি নারায়ণের ইচ্ছা। কি করা যায়, এখন দায়ে পোড়েছি তা থেকে তো উদ্ধার হই, তার পর যা মনে আছে তা কোরবো। চল, আমরা সকলে যুটে ভগবান্‌ মাষ্টরের বাড়ী যাই। ভগবান্‌ মাষ্টরের পায় হাতে ধরো তাঁকেই জামিন খাড়া করি। নতুবা আর উপায় নেই। ছোঁড়াদের খালাস করো না এনে আজ্‌ জল-গ্রহণ করা হবে না।

রামবল্লভ। তুমি যা বোল্লে তাই করা যাক্‌। ভগবান্‌ মাষ্টরকে ধল্লে, সে কখনই এড়াতে পার্‌বে না। উত্তর পাড়ার লোকের এই গুণটী ভাল আছে লোক বিপদে পোল্লে, তারা প্রাণপণ করো বাঁচিয়ে থাকে। কিন্তু ভাই! শেষ টা বড় লোক হাসাহাসী হলো।

যাদব। ভাই! অসময়ে এই রমকই হয়ো থাকে। আবার যদি নারায়ণ কখন দিন দেন, তা হলো মনের সাধ মিটানো যাবে।

(জামিন হইবার জন্য ভগবান্‌ বাবুকে অনুরোধ করিতে সকলের তাঁহার বাটী গমন)

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

[কান্তি প্রভৃতি উপবিষ্ট।]

কান্তি। (স্বগত)

পেয়াদায় ধরে হাত নাড়ি দেয় ছেড়ে।
মাঝে মাঝে ধমকায় গলা ধরে তেড়ে॥
সময় অতীত হলো না পাই সোয়াস্ত।
পেটে জল না যাচ্ছে গত সারারাত॥
হাতেতে লেগেছে তালা চেকে দেখি জাল।
ফেরেকা পড়িয়াছে মুখে বেঁকে গেছে গাল॥
কোথা বাবা পঞ্চানন্দ রহিলে কোথায়।
তোমারে ভজিলে বুঝি জেলে প্রাণ যায়॥
গাঁজা মদ নাহি পাই নাহি কিছু চাই।
জেলের সেপাই খাড়া মারে মালসাট॥
সঙীন বন্দুক আর বাঁকা চোখ দেখে।
ভয় পেয়ে কেঁদে ছুটে প্রাণ থেকে থেকে॥
সুখেতে প্রভাত বসে সিদ্ধি পান করি
পারদ ভস্মকে বাবা তব ভক্ত ধরি॥
যদি এবার রাখ মান এই ভিক্ষা চাই।
জাম্ব আর হোড় কোঁচ সঙ্গে যেন পাই॥
আফিন গাঁজারপাতা অমূল্য রতন।
স্বর্গ সুখ হেলা বলি পাবে দরশন॥

(প্রকাশে নীলকণ্ঠের প্রতি) বাবা নীলকণ্ঠ! মহেশা কাকা তো বাবা, কাকা নয়, সে বেটা আমাদের চিরো-কেলে বাবা। এ বার যদি বাবা পঞ্চানন্দ বাঁচান, তা হলে বেম্মোত্তর জমি বেচে সে বেটাকে এক জোড়া গরদের ধুতি কিনে দিতে হবে। বেটা বড় সময় আমা-

দের কাঁচা মালটুকু দিয়ে গেছে। তা না হলো বাবা এত ক্ষণ শিঙে ফাঁড়াতে হোতো।

নীলকণ্ঠ। বাবা কান্তি! তুই ঠিক্ বলেছিস্ বাবা। কিন্তু বাবা! আমার পেট্ টা এখনো ভাল সারেনি।

কান্তি। দূর শালা! তুই বোলিস্ কি তার ঠিকানা নেই। আমরা কি বাবা! পাতি নেশাখোর, তাই ছুঁচোর গুর মতন এক এক ফোঁটা কাঁচা মালে আমাদের নেশা হবে। তবে যে এখনো প্রাণ টা বেঁচে আছে এই আমাদের বাবাদের পুণ্যি। এক ঠাঁই গোড়াগুড়ি বস্যে পাঁচ ছয় পুরিয়া পাকা মালের ছট্রা উড়াতে না পাল্লে কি বাবা প্রাণ টা তর্ হয়্যে থাকে?

মধু। (ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্যান দেখিয়া সানন্দে কান্তির প্রতি) বাবা কান্তি! এক বার চেয়ে, বড় সাহেবের বাগানের ঐ পেয়ারা গাছের চেক্নাইখানা দেখ। শালার গাছের পাতা যেন নধর পাটা। একটা গাছে বাবা বাগান টা মুদ্দো আল্যো করো তুলেছে। ইচ্ছে কর্যো ঐ গাছটা তুলে নিয়ে আমাদের বড় ঘরের মেজোয় বসাই। যা হোক্ বাবা! ঐ গাছের পাতার যাদুতে তো এক বার আমাকে মাল খেতে হবে।

কান্তি। (মস্তক নাড়িয়া) একি বাবা গদা ধোপার পেয়ারাগাছ পেলে, তাই যাবে আর কোচোড় ক্রোচোড় পাতা ভেঙে আনবে। ও গাছে বাবা! পাখিটী ঘস্বার যো নেই। সে যা হোক্ বাবা! বেদানা টা এবার কি সস্তাই হয়্যেছে। এবার তো বাবা! বাড়ী গিয়ে এক জায়গায় বস্যে মজা কর্যে এক পেট্ বেদানা খেতে হবে।

মধু। দূর্ শালা! বেদানা যে ঠাণ্ডা। তাতে যে নেসা চোটে যায়।

কান্তি। কে জানে বাবা! আমি তো কখন খাইনি। আচ্ছা বাবা মুদু! বেদানা অতো ঠাণ্ডা হলো কেন? তার খোসাগুলো তো যেন বুলোনার-কোল।

মধু। কে জানে বাবা, ও বিধেতার স্রিষ্টি কিছুই বোঝা যায় না! দেখনা কেন বাবা, বিশ বাঁও জলের নিচে থাকে ইলিশ মাছ, সে হলো কি না গরম, আর সুর্য্যির ন্যাজে ঝুলচে ডাবনারকোল, তা হলো কি না ঠাণ্ডা।

ভূতনাথ। (এক জন লোককে সম্মুখে দেখিয়া নীলকণ্ঠের প্রতি) বাবা নীলকণ্ঠ! এক বার চেয়ে দ্যাখ, এই বাবুর চেহারাখান চেয়ে দেখ্। বেটার গলায় ঢেলে সাপের মতন কেমন এক ছড়া হার রয়েছে দেখিছিস? শালার হার গড়িয়ে একেবারে জামার পেটের মধ্যে ঢুকেছে।

নীলকণ্ঠ। (বাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া) বাবা ভূতনাথ! এ বেটা নিশ্চই কো ইংরেজের চাকরী করে বাবা, তা না হলো বাবা! পাড়া গেঁয়ে লোকের কি কখন অমনতর পোষাক হয়ে থাকে?

ভূতনাথ। (মস্তক নাড়িয়া) বাবা নীলকণ্ঠ! আমারো যে দিন ইংরেজের বাড়ী চাকরী হয় হয় হয়েছিলো। আমি কেবল বাবা! হেলায় ছেড়ে দিলুম। আমার বড় মাসীর ছেলে সদা দাদা আমাকে নে যাবে বল্যে ঝুলোঝুলি। আমি তাকে শালা বল্যে

গাল্ দিয়ে সোরে পোলন্ম। সে যা হোক্ বাবা! কোল্কাতায় যারা চাক্রী করে, তারা কি হ্যাঙলা? রোব্বারে বাড়ীতে এসে, কি খাব কি খাব করে বেড়ায়। (মধুর প্রতি) বাবা মধু! সে দিন বাজারে দেখেছিস্ তো।

মধু। (কান্তির প্রতি) বাবা কান্তি! সে মজার কথায় আর কাজ কি? বেটারা মেছুনীর মাথা থেকে গলদা চিংড়ী মাছের চুবড়ী নাবাতে দ্যায় না। পাকা পেঁপে পেলে একেবারে লুফে নায়। কিন্তু বাবা! উত্তর পাড়ার লোকদের কিছু বি শম।

বিশ্বম্ভর। (কান্তির প্রতি) কি বাবা! তোরা কাল্ তো কথা নিয়ে গোল কচ্চিস্, এ দিকে যে আবার আমার পেট ফেপে উটলো, ঘন ঘন হাই উঠতে লাগলো, চোকের কোণ দিয়ে জল পোড়তে আরম্ভ হলো।

কান্তি। ওই তো বাবা বিশ্বম্ভর! ময়শা কাকা, যে তখন অতো ভরসা দিয়ে গেল, তার পর আর সে শালাদের দেখা নেই। আমরা মরো গেলে বুঝি আমাদের পোড়াতে আস্বে? (দুঃখিত ভাবে) আর যে এখানে তিষ্ঠতে পারিনে। আমারও যে শরীরটে কেমন কেমন কত্তে লাগলো। বাবা বিশ্বম্ভর! এই বারে বুঝি বেঘোরে মোলুম। আর বুঝি আটচালায় বসো জন্মের মতন মাল খেতে পেলুম না, আর বুঝি ছোকোর দোকানে মাল আন্তে যেতে হলো না। (ক্রন্দন)—

মধু। (কাঁদিতে কাঁদিতে কান্তির প্রতি) বাবা কান্তি!

আমার আর কথা সরে না. গলাটা বন্ধ হয়ে এসেছে প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌চে; আমি আর বস্‌তে পারিনে। আমি আর বুঝি ঠাকুরদাকে দেখতে পেলুম না। (মৃত্তিকায় শয়ন)

ভূতনাথ। (সদর রাস্তায় দৃষ্টিপাত করিয়া সানন্দে কান্তির প্রতি) বাবা কান্তি! আর আমাদের ভয় নেই। এই বুঝি বাবারা আস্‌ছে। (সকলের সতৃষ্ণনয়নে দর্শন)

[দক্ষিণ পাড়ার গুণপুরুষদের সহিত ভগবান্ বাবুর প্রবেশ।]

ভগবান্। (সকলের প্রতি) আপনারা বড় গোল কোর্‌বেন না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিরক্ত হবেন। আপনারা এখেনে থাকুন, আমি জামিন হোতে সাহেবের কাছে যাই। মহাশয়েরা কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আমি প্রাণপোণে চেষ্টা কোর্ত্তে কিছুমাত্র ত্রুটি কোর্‌বো না।

যাদব। (ভগবান্ বাবুর হস্ত ধরিয়া) ভগবান্ বাবু! তুমি চিরজীবী হও। আচ্ছা বাপু! আমরা এখেনেই বোস্‌চি। (সকলের ঝাউতলায় উপবেশন)

ভগবান্। (গুলিখোরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এরা এক বেলা নোসা কোর্ত্তে না পেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পোড়েছে। এদের শরীর কি অসার পদার্থ! আমি বোধ করি এরা যদি

আর দুই ঘণ্টা কাল এখানে বদ্ধ থাকে, তা হলেঃ নিশ্চয় মরো যাবে। হায়! এদের কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না? এখন যাই কাছারির মধ্যে প্রবেশ করি। আর বিলম্ব কোর্‌লে নরহত্যার পাপ হবে। (ভগবান্ বাবুর কাছারির মধ্যে গমন)

যাদব। (রামবল্লভের প্রতি) ওহে রামবল্লভ! ভগবান্ তো অনেক ক্ষণ বড় সাহেবের ঘরে গিয়েছে। এখনও ফির্‌চে না কেন?

রামবল্লভ। যখন দেরি হোচ্চে তখন ভাল্‌ই হবে।

যাদব। দেখ, কি হয়। সকলি নারায়ণের ইচ্ছে।

মহেশ। (কাছারির দিকে চাহিয়া সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে) এই যে, ছোকরাদের সঙ্গে করো নিয়ো ভগবান্ সাহেব কাছারি থেকে ফিরে আস্‌ছে। (কান্তি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া ভগবান্ বাবুর কাউতলায় প্রত্যাগমন)

ভগবান্। (হাসিতে হাসিতে সকলের প্রতি) এই নেন, আপনাদের ছেলেদের নেন। আপ্‌নারাও বাঁচলেন, আমিও বাঁচলুম, এরাও বাঁচ্‌লো।

রামবল্লভ প্রভৃতি। (ভগবান্ বাবুর প্রতি) বাপু! তুমি সহস্রপুরুষা হও, বেঁচে থাক। আজ্ তুমি আমাদের চিরকালের মতন কিনে রাখ্‌লে।

ভগবান্। (স্বগত) এমনতর কত বার হয়ো গিয়েছে, আজ্ নূতন নয়। গায়ের ব্যথা সাল্লে আর তোমাদের মনে থাক্‌বে না। এখন স্থির মূর্ত্তিতে কিছু দিন গেলে বাঁচি। (প্রকাশে) মহাশয়! আজ্ মধ্যাহ্ণে আমার বাটীতে আপ্‌নাদের উত্তমরূপ আহার হয় নি

আগামী রবিবারে আপনাদের অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী পদার্পণ কত্তে হবে।

যাদব। বাপু! তোমার আর আমাদের নেমন্তন্ন কত্তে হবে না। এক বার খপোর পেলেই আমরা তোমার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হবো। বাপুহে! তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে আমরা এক রকম মণ্ডার তার ভুলে গিয়েছিলুম। সেই তোমার ছেলের ভাতে মণ্ডা খেয়ে এসেছি, আর আজ্ তোমার বাড়ীতে হলো। কিন্তু বাপু! ছোঁড়াদের জ্বালায় আজ্ তোমার বাড়ীতে যে কি খেয়ে এসিছি, তা আর ভাল মনে হয় না।

ভগবান্। (সকলের প্রতি) এদের নিয়ে তবে আপ্-নারা শীঘ্র বাড়ী যান। আপনাদের আর বিলম্ব কর্-বার আবশ্যক নেই। বোধ করি আপনাদের বাটীর মেয়েরাও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পথ পানে চেয়ে আছেন। আমার বাটী যেতে কিছু বিলম্ব হবে। আমি এক বার মাঠের বাগান টা দেখে যাবো।

যাদব। আচ্ছা বাপু! আমরা সকলে বাড়ী যাই।

(ভগবান বাবু ব্যতীত সকলের বাটী প্রস্থান)

ভগবান্। (যাইতে যাইতে স্বগত) হায়! আমা-দের দেশের লোকের কি দুরবস্থা! কবে এরা জ্ঞানের অমৃত রস পান করে সভ্য হবে, কবে এরা ঐক্য হয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি কত্তে যত্নবান্ হবে, কবে এরা চিরবর্দ্ধিত দলাদি প্রভৃতি কুপ্রথা সকল পরিত্যাগ করে সুপ্রথা

সকল অবলম্বন কোর্‌বে, কবে এরা অন্যের ভাল হলে্য আনন্দিত হবে, কবে এরা পরোপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে জ্ঞান কোর্‌বে, কবে এরা নেসা ত্যাগ কর্য্যে লোকের সহিত সদ্ব্যবহার কোর্‌বে, কবে এরা লোকের নিকট কৃতজ্ঞ হতে শিখ্‌বে।

ওরে কদাচার তুই বঙ্গদেশ ছাড় রে।
তোর তাপে সুজনের জর জর হাড় রে ॥
তোর দোষে সাধুজন অপমান পায় রে।
তোর দোষে বঙ্গদেশ ছারখার যায় রে ॥
তোর দোষে গুণহীন কুসমান পায় রে।
পর উপকারী ভয়ে শোকনীরে নায় রে ॥
হিত ছাড়ি অপকারে আগে লোক ধায় রে
ভুলিয়া সাধুর গুণ অপবাদ গায় রে ॥
মোদক ছাড়িয়া লোক মাদকেরে খায় রে।
সুজনের প্রাণ যায় কুজনের দায় রে ॥
তোর বলে কন্যা বেচে পিতা মাতা খায় রে।
ত্বরা ত্যজ বঙ্গদেশ ধরি তব পায় রে ॥

(এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে পশ্চিম দিক অবলোকন করিয়া) আজ্ আর বাগান দেখ্‌তে যাওয়া হলো না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে পশ্চিম দিকে এক খান মেঘ উঠ্‌লো। এখন বাটী যাওয়াই ভাল। অপরাহ্লের মেঘে ঝড় বৃষ্টি হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

(ভগবান্ বাবুর দ্রুত বেগে প্রস্থান)

সম্পূর্ণ।